



৩. কোন ব্যক্তির জীবনের শিবা কাজে লাগিয়ে আব্দুল্লাহ কুসৎস্কারমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসেন?
- হাজী শরীয়তউল্লাহ                      ৩ দুদু মিয়া  
 ৫ তিতুমীর                                      ৬ গোলাম মাসুম
৪. উক্ত ব্যক্তির আন্দোলনের ধরন ছিল-
- i. সামাজিক  
 ii. ধর্মীয়  
 iii. রাজনৈতিক
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii    ৩ ii ও iii  
 ৫ i ও iii    ৬ i, ii ও iii

## ■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

### প্রশ্ন- ১ ▶▶

নীল বিদ্রোহ

রূপপুর অঞ্চলে দরিদ্র কৃষকদের জীবনধারা সচ্ছল ছিল না। বিভিন্ন সিগারেট কোম্পানির লোকজন তাদের এই অসচ্ছল জীবনধারার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে চড়া সুদে অর্থ প্রদান করে অসম চুক্তির মাধ্যমে তামাক চাষে আগ্রহী করে তোলে। কৃষকদের প্রাপ্ত মূল্য উৎপাদন খরচের তুলনায় কম হওয়ায় তামাক চাষিরা কোম্পানির রাহুগ্রাস থেকে বের হতে না পেরে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। উপরন্তু টেলিভিশনে তামাকের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা জেনে ঐ অঞ্চলের তামাক চাষিরা করিম ও জলিলের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং কোম্পানির এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায়।

- ক. ভারতের প্রথম আধুনিক পুরবধ বলা হয় কাকে?
- খ. ফরায়েজি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
- গ. উদ্দীপক সর্গশরৎ তথ্যগুলো তোমার পাঠ্যপুস্তকে পঠিত কোন ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত ঘটনাটি কৃষকদের স্বার্থরবায় কতটুকু যুক্তিযুক্ত ছিল বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভারতের প্রথম আধুনিক পুরবধ বলা হয় রাজা রামমোহন রায়কে।
- খ. ফরায়েজি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় সংস্কার। ইসলাম ধর্মকে কুসৎস্কার ও অনৈসলামিক অনাচার থেকে মুক্ত করার জন্য ফরায়েজি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের জন্য এ আন্দোলন করেন।
- গ. উদ্দীপক সর্গশরৎ তথ্যগুলো আমার পাঠ্যপুস্তকে পঠিত নীল চাষ ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রিটেনের নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলার ইংরেজ বণিকগণ এদেশের কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করে। তারা কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রীম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করত। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে কৃষকরা যতই ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশ পরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শেষ হতো না। নীলকরদের কাছ থেকে নীলচাষিদের প্রাপ্ত মূল্য উৎপাদন খরচের তুলনায় কম হওয়ায় তারা বতিগ্রস্ত হতো। অবশেষে নীলচাষিরা নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। যশোরে এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেনী মাধব। তাছাড়াও হুগলি ও নদিয়ার নীলচাষিরাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, নীলচাষিদের মতো রূপপুর অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকরাও চড়া সুদে অর্থ গ্রহণ করে তামাক চাষে আগ্রহী হয়। কৃষকদের প্রাপ্ত মূল্য উৎপাদন খরচের তুলনায় কম হওয়ায় তামাকচাষিরা কোম্পানির রাহুগ্রাস থেকে বের হতে না পেরে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। উপরন্তু টেলিভিশনে তামাকের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা জেনে ঐ

অঞ্চলের তামাকচাষিরা করিম ও জলিলের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং কোম্পানির এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায়। এ বিষয়গুলোর সাথে বাংলার নীল বিদ্রোহের মিল বিদ্যমান।

ঘ. উক্ত ঘটনাটি অর্থাৎ নীল বিদ্রোহ কৃষকদের স্বার্থরবায় যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল বলে আমি মনে করি। ইংরেজ বণিকরা বাংলার কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করে। তারা নীলচাষিদের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচার চালায়। শেষ পর্যন্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীলচাষিরা ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে-গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এইসব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীলচাষিরাই। স্থানীয় পর্যায়ের এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কৃষকরা নীলচাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশও অগ্রাহ্য করে। শিথিল মধ্যবিত্তশ্রেণি নীল চাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা ‘নীলদর্পণ’ নাটকের কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের ‘ইচ্ছাধীন’ বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া নীলকর কর্তৃক আরোপিত ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট বাতিল করা হয়। এর ফলে কৃষকরা তাদের স্বাধীনতা ফিরে পায়। তারা তাদের জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করার সুযোগ পায়। ফলে তারা জমিতে লাভজনক ফসল উৎপাদন করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়। উপরিউক্ত এ আলোচনা হতে বলা যায়, নীল বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলায় কৃষকদের স্বার্থরবা হয়েছিল।

### প্রশ্ন- ২ ▶▶

বেগম রোকেয়া

সুলতানপুর অঞ্চলটি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। সেখানে এখন নানা ধরনের সামাজিক কুসৎস্কার বিরাজমান। এ গ্রামের মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ জামিলা বেগম মেয়েদের পড়ালেখা করতে বাধা দেন। মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হওয়াকে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী এবং গর্হিত কাজ মনে করতেন।

- ক. 'The Spirit of Islam' বইটির লেখক কে?
- খ. 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
- গ. উদ্দীপকে জামিলা বেগমের চরিত্রের বিপরীত চিত্র পাঠ্যপুস্তকে পঠিত কোন মহীয়সীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কি মনে কর বর্তমান নারী-শিবার অগ্রগতিতে উক্ত মহীয়সীর অবদান অনস্বীকার্য? যুক্তি দাও।

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'The Spirit of Islam'- বইটির লেখক সৈয়দ আমীর আলী।
- খ. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থরবা। সৈয়দ আমীর আলী বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের স্বার্থরবা এবং তাদের দাবিদাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।
- গ. উদ্দীপকে জামিলা বেগমের চরিত্রের বিপরীত চিত্র পাঠ্যপুস্তকে পঠিত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ

শতকের শুরুর দিকে যখন ঘরে ঘরে শিবার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। তারা সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। মুসলমান মেয়েদের এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেন বেগম রোকেয়া। তিনি নারীদের সুশিবায়ে শিবিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। তিনি মুসলিম মেয়েদের ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে বাইরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে বলেন। তিনি মেয়েদের শিবা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। উদ্দীপকে আমরা লব করি যে, সুলতানপুর গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ জামিলা বেগম মেয়েদের লেখাপড়া করতে বাধা দেন। মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হওয়াকে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী এবং গর্হিত কাজ মনে করতেন। এ বিষয়গুরু বেগম রোকেয়ার আদর্শের বিপরীত।

**ঘ** আমি মনে করি বর্তমান নারী-শিবার অগ্রগতিতে মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার অবদান অনস্বীকার্য। বেগম রোকেয়া বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নারী শিবার বেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি নারীসমাজকে নিয়ে অনেক সাহিত্য রচনা করেন। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারীসমাজের অবহেলা বন্ধনীর করণ চিত্র নিজ চোখে

দেখেছেন। যা উপলব্ধি করেছেন তাই তিনি তার লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করণদশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা। তার ‘অবরোধবাসিনী’ ‘পদ্মরাগ’ ‘মতিচূর’ প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ মুসলমান নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার মনে নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ছিল তীব্র প্রতিবাদ। এছাড়াও তিনি নারী-শিবার উন্নয়নের জন্য ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় শাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন, যা ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়। ফলে তার এ প্রচেষ্টায় সমাজে নারী-শিবার বীজ রোপণ হয়। তিনি নারীদের বর্তমান অবস্থানে আসার বেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনিই বাঙালি মেয়েদের গৃহকোণে আবদ্ধ না থেকে বাইরে এসে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে অনুরোধ করেন।

## পরীক্ষা প্রস্তুতি



এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে— বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিবাধীনের পরীবা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### ■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. রেনেসা শব্দের অর্থ কি? [স. বো. '১৬]  
 (a) জাগরণ (b) নবজাগরণ (c) সঞ্চার (d) গণঅভ্যুত্থান
২. হাজী শরীয়াতউল্লাহ ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন; কারণ— [স. বো. '১৬]  
 (a) দেশ দখলকারী (b) আধিপত্য বিস্তারকারী  
 (c) স্বাধীনতা হরণকারী (d) প্রজা নির্যাতনকারী
৩. সন্ন্যাসীদের নেতার নাম কী ছিল? [স. বো. '১৫]  
 (a) মজনু শাহ (b) ভবানী পাঠক (c) চেরাগ আলী শাহ (d) মাদার বক্স
৪. কত শতকের শেষার্ধ্বে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন শুরব হয়? [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]  
 (a) সতরো (b) আঠারো (c) উনিশ (d) বিশ
৫. মজনু শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজবিরোধী তৎপরতা শুরব করেন? [মকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]  
 (a) ১৭৫০ (b) ১৭৬০ (c) ১৭৭১ (d) ১৭৮৬
৬. ফকির-সন্ন্যাসীরা কীভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করত? [বি. কে. জি. সি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]  
 (a) সরাসরি (b) বোমা নিক্ষেপের দ্বারা  
 (c) গেরিলা পদ্ধতিতে (d) দলগতভাবে
৭. মজনু শাহ কখন মৃত্যুবরণ করেন? [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]  
 (a) ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে (b) ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে  
 (c) ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে (d) ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে
৮. তিতুমীরের আসল নাম কী? [পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]  
 (a) মীর নিসার আলী (b) মীর আমির আলী  
 (c) মীর সাহেব আলী (d) মীর আব্দুল আলী
৯. বাংলায় ওয়াহাবিরা কার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়? [মকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]  
 (a) শরীয়াতউল্লাহ (b) আবদুল লতিফ  
 (c) তিতুমীর (d) আমীর আলী
১০. তিতুমীর কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন কীভাবে? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- (a) সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে
- (b) রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে
- (c) ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে
- (d) কৃষকদের জোরপূর্বক আন্দোলনে বাধ্য করে
১১. তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন? [পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড়]  
 (a) বারাসতে (b) নারিকেলবাড়িয়ায়  
 (c) হুগলিতে (d) নদীয়ায়
১২. কার নেতৃত্বে ইংরেজরা নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন? [মকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]  
 (a) মেজর স্কট (b) আলেকজান্ডার  
 (c) লে. ব্রেনান (d) ব্রায়ান
১৩. নীল চাষে কৃষকেরা রাজি না হলে কী করা হতো? [পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]  
 (a) মামলা (b) মকদ্দমা  
 (c) যুদ্ধ (d) অত্যাচার
১৪. নীল চাষিরা কত খ্রিষ্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (a) ১৮৪৯ (b) ১৮৫৯ (c) ১৮৬৯ (d) ১৮৭৯
১৫. ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কৃষকেরা কিসের চাষ না করার পক্ষে অবস্থান নেয়? [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (a) ধান (b) পাট (c) তামাক (d) নীল
১৬. বাংলার নীল বিদ্রোহের অন্যতম প্রকৃতি ছিল কোনটি? [সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]  
 (a) সশস্ত্র বিদ্রোহ (b) সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ  
 (c) ফকিরদের বিদ্রোহ (d) কৃষক বিদ্রোহ
১৭. ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি কার লেখা? [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]  
 (a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (b) দীনবন্ধু মিত্রের  
 (c) রতিলাল রায়ের (d) দীনেশ মুখার্জীর
১৮. ব্রিটিশ সরকার কত খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিগো কমিশন গঠন করেন? [বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]  
 (a) ১৮৫৯ (b) ১৮৬০  
 (c) ১৮৬১ (d) ১৮৬২
১৯. কত খ্রিষ্টাব্দে কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হয়? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]

- ১৮৮২ ● ১৮৯২  
 ১৯০২ ১৯১২
২০. যারা ফরজ পালন করে তাদেরকে বলা হতো?  
 [আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]  
 ৩ খারিজি ৩ জাবারি  
 ● ফরাজিজি ৩ মুরাজিয়া
২১. হাজী শরীয়ত উল্লাহ ভারতবর্ষকে দারবল হারব বলার কারণ কী?  
 [মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]  
 ৩ তিনি ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন  
 ৩ বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিবা থেকে সরে গিয়েছিল  
 ● বাংলার সংস্কৃতিতে বিধর্মী ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল  
 ৩ বাংলায় ব্রিটিশদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল
২২. জালালউদ্দিন মোল্লা কার আমলের লাঠিয়াল ছিলেন?  
 [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ৩ দুদু মিয়া ৩ তিতুমীর  
 ● শরীয়তউল্লাহ ৩ সৈয়দ আহমদ
২৩. দুদু মিয়া কখন মৃত্যুবরণ করেন কত?  
 [পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]  
 ৩ ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ৩ ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে  
 ● ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে ৩ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে
২৪. ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?  
 [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]  
 ৩ ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩ ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে  
 ● ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ৩ ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে
২৫. ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনকারীদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কোনটি?  
 [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]  
 ৩ ব্রিটিশদের ব্যবসায়ে সহায়তা ৩ জাতীয়তা আন্দোলন  
 ● ভারতীয়দের স্বার্থরবা ৩ সম্মান অর্জন করা
২৬. ‘পার্বেনন’ কী?  
 [আল-আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]  
 ● ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ৩ ম্যাগাজিন  
 ৩ দৈনিক পত্রিকা ৩ যান্মাসিক পত্রিকা
২৭. হাজী মুহম্মদ মহসীন হুগলিতে কয়টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন?  
 [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]  
 ● ১ ৩ ২ ৩ ৩ ৩ ৪
২৮. মোহামেডান লিটারেচার সোসাইটি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?  
 [পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]  
 ৩ ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৩ ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে  
 ● ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ৩ ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে
২৯. নওয়াব আব্দুল লতিফের অন্যতম কৃতিত্ব কোনটি?  
 [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]  
 ৩ দানশীলতা ● মুসলিম সাহিত্য সমাজ  
 ৩ ডাক বিভাগের সংস্কার ৩ মুদ্রা প্রবর্তন
৩০. ‘The spirit of Islam’-এর লেখক কে?  
 [এসএম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]  
 ● সৈয়দ আমীর আলী ৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর  
 ৩ রাজা রামমোহন রায় ৩ হাজী শরীয়তউল্লাহ
৩১. যুথি ‘A Short History of the Saracens’ গ্রন্থের লেখকের কথা বলে, যুথি কোন লেখকের নাম উল্লেখ করে?  
 [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]  
 ● সৈয়দ আমীর আলী ৩ রাজা রামমোহন রায়  
 ৩ নওয়াব আব্দুল লতিফ ৩ হাজী শরীয়তউল্লাহ
৩২. বেগম রোকেয়ার সময় মেয়েরা কেমন ছিল?  
 [পল্লী-উন্নয়ন একাডেমি ল্যাবঃ, স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]  
 ৩ উগ্র ৩ লাজুক  
 ৩ বেহায়া ● খুবই পর্দাশীল

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৩. রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের রূ পকার বলা হয়, কারণ তিনি—  
 [স. বো. '১৫]  
 i. সংস্কৃত শিবার বদলে আধুনিক শিবার প্রতি গুরুত্ব দেন  
 ii. কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনে কাজ করেন

- iii. বুটেন থেকে ভারতের জনগণকে আধুনিক চিন্তার পরামর্শ দেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ৩ i, ii ও iii
৩৪. ফকির সন্ন্যাসী দলের নেতা হিসেবে পরিচিত—  
 [এস এম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]  
 i. মজনু শাহ  
 ii. ভবানী পাঠক  
 iii. তিতুমীর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ৩ i, ii ও iii
৩৫. ব্রিটেনে নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়— [ভিকারবনিনসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]  
 i. শিল্পের উন্নতির জন্য  
 ii. কাপড়ে রং করার জন্য  
 iii. রপ্তানি করার জন্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ৩ i, ii ও iii
৩৬. ব্রিটিশরা নীল চাষে আগ্রহী হয়, কারণ—  
 [বি.কে.জি.সি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]  
 i. লাভজনক ব্যবসা  
 ii. নীলের চাহিদা প্রচুর  
 iii. কৃষকদের প্রচুর লাভের জন্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ৩ i, ii ও iii
৩৭. ফরাজিজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে— [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]  
 i. দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর  
 ii. যোগ্য নেতৃত্বের অভাব  
 iii. ইংরেজদের কঠোর শাসনের ফলে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৩ i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ● i, ii ও iii
৩৮. রাজা রামমোহন রায়-এর অন্যতম অবদান হচ্ছে—  
 [বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]  
 i. বাল্যবিবাহ রোধের প্রচেষ্টা  
 ii. একেশ্বরবাদী চিন্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা  
 iii. সতীদাহ প্রথা রোধে প্রচেষ্টা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৩ i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ● i, ii ও iii
৩৯. ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল— [বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]  
 i. ব্রিটিশবিরোধী  
 ii. গৌড়া ধর্মীয় বিরোধী  
 iii. আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৩ i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ● i, ii ও iii
৪০. বেগম রোকেয়া নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন—  
 [পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড়]  
 i. নারী শিবার পথ উন্মোচন করে  
 ii. নারীদের নিয়ে লেখালেখি করে  
 iii. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৩ i ও ii ৩ i ও iii ৩ ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 হাসনাবানু রসুলপুর গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে পর্দা প্রথার জন্য মুসলিম নারীরা শিবা বেড়ে পিছিয়ে ছিল। তিনি নিজ উদ্যোগে শিবা লাভ করেন এবং নারী শিবা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।  
 [স. বো. '১৫]
৪১. হাসনাবানুর চরিত্রে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন নারীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান?

৪২. উক্ত নারীর প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজে কী পরিবর্তন আসে?  
 ● নারী শিবার প্রসার ঘটে  
 ● নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না  
 ● নারীর অবস্থার অবনতি হয়  
 ● পর্দাপ্রথা দূরীভূত হয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ প্রশ্নের উত্তর দাও :

ভৌমিক স্যার রূপে আধুনিক ভারতের রূপকার সম্পর্কে বলেন যে, এই মহান ব্যক্তি তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। এছাড়াও তিনি সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ও ‘কৌলীন্য প্রথা’ রোধে প্রচেষ্টা চালান।

[সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

৪৩. অনুচ্ছেদের এই মহান ব্যক্তির সাথে কার মিল বিদ্যমান?

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর  
 ● রাজা রামমোহন রায়  
 ● অরুণকুমার মিত্র  
 ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪. এ মহান ব্যক্তির অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- i. ইংরেজি শিবার প্রতি আগ্রহ  
 ii. অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী  
 iii. বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণের প্রচেষ্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii  
 ● i ও iii  
 ● ii ও iii  
 ● i, ii ও iii

## ■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➡ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-০০

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৫. ইউরোপীয় বণিকরা বাংলায় এসে প্রথম কী ধ্বংস করেছিল? (জ্ঞান)  
 ● ঘরবাড়ি  
 ● কুটিরশিল্প  
 ● ছাপাখানা  
 ● বস্ত্রশিল্প
৪৬. কখন বাংলার আর্থসামাজিক রাজনীতিতে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে? (জ্ঞান)  
 ● পনেরো-ষোলো শতকে  
 ● সাতেরো-আঠারো শতকে  
 ● ষোলো-সতেরো শতকে  
 ● আঠারো-উনিশ শতকে

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭. বাংলায় সম্প্রদায় আদর্শের জন্ম উঠে— (অনুধাবন)  
 i. জারি গানে  
 ii. কীর্তনে  
 iii. যাত্রাপালায়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii  
 ● i ও iii  
 ● ii ও iii  
 ● i, ii ও iii
৪৮. পনেরো শতকের শেষদিকে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের আগমন ধীরে ধীরে কেড়ে নিতে থাকে বাংলার কৃষকদের— (অনুধাবন)  
 i. মুখের হাসি  
 ii. আনন্দ উৎসব  
 iii. অনুবসত্র  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii  
 ● i ও iii  
 ● ii ও iii  
 ● i, ii ও iii
৪৯. বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনীতিতে প্রথম পরিবর্তন সূচনা করে— (অনুধাবন)  
 i. বাংলার কৃষক  
 ii. সাধারণ মানুষ  
 iii. ইউরোপীয় বণিক  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii  
 ● ii ও iii  
 ● i ও iii  
 ● i, ii ও iii

➡ ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১১

- ফকির-সন্ন্যাসীরা জীবিকা নির্বাহ করত— ভিাবৃষ্টি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে।

- বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল— মজনু শাহ।  
 ■ সন্ন্যাসী নেতার নাম ছিল— ভবানী পাঠক।  
 ■ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরুর করে— ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে।  
 ■ মজনু শাহ সারা উত্তর বাংলায় ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা শুরুর করেন— ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে।  
 ■ ফকির নেতা মজনু শাহ যুদ্ধ কৌশল ছিল— গেরিলা।  
 ■ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান ঘটে সন্ন্যাসী নেতা— ভবানী পাঠকের মৃত্যুতে।  
 ■ ব্রিটিশরা ফকির-সন্ন্যাসীদের ডাকত— ডাকাত দস্যু বলে।  
 ■ ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নবাব মীর কাশিম সাহায্য চান— ফকির সন্ন্যাসীদের।  
 ■ ফকির-সন্ন্যাসীরা নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে রাখত— হালকা অস্ত্র।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫০. ফকির-সন্ন্যাসীদের আন্দোলন মূলত কী ধরনের আন্দোলন ছিল? (জ্ঞান)  
 ● ওলন্দাজবিরোধী  
 ● ব্রিটিশবিরোধী  
 ● পর্তুগিজবিরোধী  
 ● ডাচবিরোধী
৫১. মীরকাশিম কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চেয়েছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● ফরাসি  
 ● ওলন্দাজ  
 ● পর্তুগিজ  
 ● ইংরেজ
৫২. ফকির-সন্ন্যাসীরা কার পব নিয়ে ইংরেজদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● মীরজাফর  
 ● মীরকাশিম  
 ● শওকত জং  
 ● নবাব সিরাজউদ্দৌলা
৫৩. ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেও কারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে? (প্রয়োগ)  
 ● ইংরেজরা  
 ● নবাবরা  
 ● ফকির-সন্ন্যাসীরা  
 ● তিতুমীর বাহিনীরা
৫৪. ইংরেজরা ফকির-সন্ন্যাসীদের প্রতি কড়া নজর রেখেছিল কেন? (অনুধাবন)  
 ● নবাবকে সাহায্য করার জন্য  
 ● বাণিজ্য করার জন্য  
 ● তারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল বলে  
 ● ভারী অস্ত্র ব্যবহার করত বলে
৫৫. ফকির-সন্ন্যাসীরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত? (অনুধাবন)  
 ● কৃষিকাজ করে  
 ● ভিাবৃষ্টি করে  
 ● ব্যবসা করে  
 ● পশুপালন করে
৫৬. ফকির-সন্ন্যাসীরা মূলত কোন শ্রেণির ছিল? (অনুধাবন)  
 ● যাযাবর  
 ● ব্যবসায়ী  
 ● কৃষক  
 ● ব্রহ্মিয়
৫৭. ফকির-সন্ন্যাসীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের কাছে কী রাখত? (জ্ঞান)  
 ● ভারী অস্ত্র  
 ● রাসায়নিক পদার্থ  
 ● হালকা অস্ত্র  
 ● মারণাস্ত্র
৫৮. বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কারা স্বাধীন ও মুক্ত ছিল? (অনুধাবন)  
 ● ফকির-সন্ন্যাসী  
 ● তিতুমীর বাহিনী  
 ● বাংলার কৃষক  
 ● ইংরেজজাতি
৫৯. ইংরেজ সরকার ফকির-সন্ন্যাসীদের কী বলে আখ্যায়িত করেছিল? (জ্ঞান)  
 ● ব্যবসায়ী  
 ● আদর্শ কৃষক  
 ● ডাকাত-দস্যু  
 ● সমাজসেবক
৬০. বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম কী ছিল? (জ্ঞান)  
 ● মীরকাশিম  
 ● মজনু শাহ  
 ● মাদার বকস  
 ● ভবানী পাঠক
৬১. ফকির-সন্ন্যাসীরা কত খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরুর করেন? (জ্ঞান)  
 ● ১৭৫৮  
 ● ১৭৬০  
 ● ১৭৫৯  
 ● ১৭৬১
৬২. ইংরেজদের সাথে ফকির-সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক কেমন ছিল? (জ্ঞান)

At a  
Glance



৬৩. ফকির-সন্ন্যাসীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?	(জ্ঞান)
● ১৮০০	● সংঘর্ষমূলক
● ১৮০১	● নিবিড়
● ১৮০২	● ১৮০৩
৬৪. ভবানী পাঠক নিহত হন কত খ্রিষ্টাব্দে?	(জ্ঞান)
● ১৭৮০	● ১৭৮১
● ১৭৮৭	● ১৭৮৮
৬৫. কার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আন্দোলনের অবসান ঘটে?	(জ্ঞান)
● মজনু শাহ	● তিতুমীর
● ভবানী পাঠক	● আব্দুল ওহাব

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৬. ফকির-সন্ন্যাসীরা—	(অনুধাবন)
i. ভির্বাণ্ডি করে জীবিকা নির্বাহ করত	
ii. তীর্থস্থান দর্শন করত	
iii. নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হালকা অস্ত্র ব্যবহার করত	
নিচের কোনটি সঠিক?	
● i ও ii	● i ও iii
● ii ও iii	● i, ii ও iii
৬৭. ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের মূল লব্য ছিল—	(অনুধাবন)
i. সরকারি কুঠি	
ii. জমিদারদের কাছারি	
iii. নায়েব-গোমস্তাদের বাড়ি	
নিচের কোনটি সঠিক?	
● i ও ii	● i ও iii
● ii ও iii	● i, ii ও iii
৬৮. ফকির মজনু শাহ যেসব জেলায় ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন—	(অনুধাবন)
i. রংপুর	
ii. রাজশাহী	
iii. দিনাজপুর	
নিচের কোনটি সঠিক?	
● i ও ii	● i ও iii
● ii ও iii	● i, ii ও iii
৬৯. মজনু শাহের মৃত্যুর পর ফকির আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন—	(অনুধাবন)
i. মুসা শাহ	
ii. সোবান শাহ	
iii. চেরাগ আলী শাহ	
নিচের কোনটি সঠিক?	
● i ও ii	● i ও iii
● ii ও iii	● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
সুন্দরবনের মৌয়ালরা সম্মিলিতভাবে একটি শিল্পগোষ্ঠী গড়ে তোলে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র সাথে রাখত। মাঝে মধ্যে লোকালয় নাচগানের আয়োজন করত। কিন্তু প্রশাসন তাদের অস্ত্র রাখা অবৈধ ঘোষণা করলে উক্ত শিল্পগোষ্ঠী নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রশাসনের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।	
৭০. উদ্দীপকের ঘটনা ব্রিটিশ শাসনামলের ঐতিহাসিক কোন ঘটনা মনে করিয়ে দেয়?	(প্রয়োগ)
● তিতুমীরের সংগ্রাম	● ফরায়জি আন্দোলন
● ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন	● নীল বিদ্রোহ
৭১. উদ্দীপকের মৌয়াল দ্বারা প্রকাশিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড ছিল—	(উদ্দীপক)
i. ভির্বাণ্ডি	
ii. ঘুরে বেড়ানো	
iii. মুক্তি সংগ্রহ	
নিচের কোনটি সঠিক?	

● i ও ii	● i ও ii	● ii ও iii	● i, ii ও iii
<b>At a Glance</b>			
<b>তিতুমীরের সংগ্রাম</b> → বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১১			
■ তিতুমীরের আসল নাম— মীর নিসার আলী। ■ চক্ৰিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন— তিতুমীর। ■ তিতুমীর ধর্মসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন— ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে। ■ বাংলার ওয়াহাবিরা সংগঠিত হয়েছিল— তিতুমীরের নেতৃত্বে। ■ তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের নাম— তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া। ■ তিতুমীর তার বাশের কেলরা নির্মাণ করেন— নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে। ■ সুদর ও শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন— গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে। ■ তিতুমীরের ধর্মসংস্কার আন্দোলন একপর্যায়ে রূপ নেয়— কৃষক আন্দোলনে। ■ তিতুমীরের বাশের কেলরা আক্রমণে নেতৃত্ব দেন— মেজর স্কট। ■ ইংরেজদের সাথে বীরের মতো লড়াই করে নিহত হন— তিতুমীর।			

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭২. তিতুমীর কত খ্রিষ্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়ায় বাশের কেলরা নির্মাণ করেন?	(জ্ঞান)
● ১৮৩০	● ১৮৩১
● ১৮৩২	● ১৮৩৩
৭৩. কোন শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল?	(জ্ঞান)
● সতেরো	● আঠারো
● উনিশ	● বিশ
৭৪. উনিশ শতকে ভারতে মুসলমান সমাজে কোন ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল?	(জ্ঞান)
● রাজনৈতিক আন্দোলন	● সামাজিক আন্দোলন
● ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন	● অর্থনৈতিক আন্দোলন
৭৫. উনিশ শতকে বাংলায় কতটি ধারায় আন্দোলন প্রবাহিত ছিল?	(জ্ঞান)
● এক	● দুই
● তিন	● চার
৭৬. ওয়াহাবি ও ফরায়জি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?	(জ্ঞান)
● অর্থসামাজিক সবমতো অর্জন করা	● অর্থনৈতিক মুক্তি ত্বরান্বিত করা
● ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কার দূর করা	● অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করা
৭৭. উত্তর ভারতের কোন আন্দোলন সৈয়দ আহমদ শাহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল?	(জ্ঞান)
● ফরায়জি আন্দোলন	● তরিকায়ে মুহাম্মাদীয়া আন্দোলন
● ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন	● ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন
৭৮. হজ্জ শেবে তিতুমীর কত খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন?	(জ্ঞান)
● ১৮২৫	● ১৮২৬
● ১৮২৭	● ১৮২৮
৭৯. তিতুমীরের আন্দোলনের সময় জমিদাররা কোন ধর্মাবলম্বী প্রজাদের ওপর নির্যাতন চালাত?	(জ্ঞান)
● হিন্দু	● মুসলমান
● শিখ	● বৌদ্ধ
৮০. লাঠিয়াল বাহিনীর নেতৃত্বে কে ছিলেন?	(জ্ঞান)
● গোলাম আযম	● মীর কাশিম
● গোলাম মাসুম	● তিতুমীর
৮১. তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পর্বে কারা জোরালো ভূমিকা পালন করেন?	(জ্ঞান)
● তাঁতি	● কৃষক
● জমিদার	● ফকির
৮২. তিতুমীর বাশের কেলরা নির্মাণ করেছিলেন কেন?	(অনুধাবন)
● নিজে নিরাপদ থাকার জন্য	● কৃষকদের নিরাপদ রাখার জন্য
● সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য	● বিদ্রোহ দুর্দমনীয় করার জন্য
৮৩. কার নেতৃত্বে লড়াইয়ে তিতুমীর নিহত হন?	(জ্ঞান)
● লর্ড রুইড	● মেজর স্কট
● ডিরোজিও	● ব্রেনান
৮৪. তিতুমীর কত খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন?	(জ্ঞান)
● ১৫৩১	● ১৬৩১
● ১৭৩১	● ১৮৩১

৯৮. ফরায়জি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ❶ হাজী মুহম্মদ মহসীন      ❷ হাজী শরীয়তউল্লাহ  
 ❸ তিতুমীর      ❹ দুদু মিয়া

৯৯. হাজী শরীয়তউল্লাহ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
 ❶ শরিয়তপুর      ❷ কুষ্টিয়া  
 ❸ মাদারীপুর      ❹ ফেনী

১০০. কত খ্রিষ্টাব্দে হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
 ❶ ১৭৮০      ❷ ১৭৮১      ❸ ১৭৮২      ❹ ১৭৮৩

১০১. হাজী শরীয়তউল্লাহ কত বছর মক্কায় অবস্থান করেন? (জ্ঞান)  
 ❶ ২০      ❷ ২২      ❸ ২৪      ❹ ২৬

১০২. একজন ধর্মসংস্কারক মক্কা থেকে বাংলা দেশে ফিরে এসে বুঝতে পারলেন যে, এদেশের মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিবা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এ সংস্কারক কে ছিলেন? (প্রয়োগ)  
 ❶ আব্দুল ওহাব নজ্জদী      ❷ তিতুমীর  
 ❸ হাজী শরিয়তউল্লাহ      ❹ ইসমাইল দেহলভী

১০৩. অবশ্য কর্তব্য দ্বারা কোন কাজ বোঝায়? (জ্ঞান)  
 ❶ ওয়াজিব      ❷ নফল      ❸ ফরজ      ❹ সুন্নত

১০৪. ভারতবর্ষকে 'দারবল হারব' ঘোষণা করেন কে? (জ্ঞান)

● হাজী শরীয়তউল্লাহ	Ⓐ তিতুমীর
Ⓜ রামমোহন রায়	Ⓜ দুদু মিয়া
১০৫. 'দারবল হারব' অর্থ কী? (জ্ঞান)	
Ⓐ শান্তিময় দেশ	Ⓐ উন্নত দেশ
● বিধর্মীর দেশ	Ⓐ ইসলাম ধর্ম প্রধান দেশ
১০৬. হাজী শরীয়তউল্লাহ দেশজুড়ে অভাব দেখা দিলে কী দাবি উত্থাপন করেন? (জ্ঞান)	
Ⓐ অর্থের দাবি	Ⓐ চিকিৎসার দাবি
● নুন-ভাতের দাবি	Ⓐ নিরাপত্তার দাবি
১০৭. হাজী শরীয়তউল্লাহ কত খ্রিষ্টাব্দে মারা যান? (জ্ঞান)	
● ১৮৪০	Ⓐ ১৮৪১
Ⓐ ১৮৪২	Ⓐ ১৮৪৫
১০৮. মুহম্মদ মুহসিনউদ্দীন আহমদ কার প্রকৃত নাম? (জ্ঞান)	
Ⓐ তিতুমীর	Ⓐ শরীয়তউল্লাহ
● দুদু মিয়া	Ⓐ সৈয়দ আহমদ
১০৯. দুদু মিয়া কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)	
● ১৮১৯	Ⓐ ১৮২০
Ⓐ ১৮২১	Ⓐ ১৮২২
১১০. কত খ্রিষ্টাব্দে দুদু মিয়া মুক্তি পান? (জ্ঞান)	
● ১৮৬০	Ⓐ ১৮৬১
Ⓐ ১৮৬২	Ⓐ ১৮৬৩
১১১. কার মৃত্যুর পর ফরাসেজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে? (জ্ঞান)	
Ⓐ হাজী শরীয়তউল্লাহ	Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
● দুদু মিয়া	Ⓐ তিতুমীর

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১২. হাজী শরীয়তউল্লাহ— (অনুধাবন)	
i. শাসশাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন	
ii. বিশ বছর মক্কা অবস্থান করেন	
iii. ফরাসেজি আন্দোলন পরিচালনা করেন	
নিচের কোনটি সঠিক?	
Ⓐ i ও ii	Ⓐ i ও iii
Ⓐ ii ও iii	● i, ii ও iii
১১৩. ফরাসেজি আন্দোলনে যোগ দেয়— (অনুধাবন)	
i. তাঁতি	
ii. তেলি সম্প্রদায়	
iii. কৃষক	
নিচের কোনটি সঠিক?	
Ⓐ i ও ii	Ⓐ i ও iii
Ⓐ ii ও iii	● i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : মুসলিম সমাজের উন্নয়নে হাজী শরীয়তউল্লাহর অবদান কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তিনি তাঁর ফরাসেজি আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির চতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।	
১১৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন পরবর্তীতে কীভাবে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে? (প্রয়োগ)	
Ⓐ আন্দোলনের নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে	
Ⓐ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার মাধ্যমে	
Ⓐ মুসলমানদের ঐক্যবান করার মাধ্যমে	
● হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে	
১১৫. বাংলার উন্নয়নে উক্ত আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীর অবদান হলো— (উচ্চতর দরতা)	

নিচের কোনটি সঠিক?

- বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিলেন
- বাংলার কৃষকদের মধ্যে জাগরণ সঞ্চার করেন
- অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার শক্তি সঞ্চার করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii
- i ও iii
- ii ও iii
- i, ii ও iii

#### নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১৫

At a Glance

- ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ও ফ্রান্সে রক্তবয়ী ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব এসে পড়ে— বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে।
- বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে এসে সূচনা হয়— রেনেসাঁ বা নবজাগরণের।
- ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়— ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে।
- ইউরোপীয় বিপ্লবের প্রভাবে শিথিল বাঙালিদের মনে সূচনা হয়— নবজাগরণের।
- নবজাগরণের প্রভাবেই দেশবাসীর মধ্যে ভিত রচিত হয়— জাতীয়তাবাদী চেতনার।
- সারা ভারত বর্ষে বাংলা হয়ে উঠে— আধুনিক চিন্তা চেতনার— কেন্দ্রস্থল।
- আধুনিক ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে— খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা।

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৬. কোন শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে? (জ্ঞান)	
Ⓐ সপ্তদশ	● অষ্টাদশ
Ⓐ উনিশ	Ⓐ বিশ
১১৭. ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)	
Ⓐ ১৭৮৭	Ⓐ ১৭৮৮
● ১৭৮৯	Ⓐ ১৭৯০
১১৮. 'রেনেসাঁ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)	
Ⓐ নতুন আশা	Ⓐ নতুন স্বপ্ন
● নবজাগরণ	Ⓐ পুনর্জন্ম
১১৯. নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালিদের মধ্যে কোন চেতনার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়? (জ্ঞান)	
● জাতীয়তাবাদী	Ⓐ সাংস্কৃতিক
Ⓐ রাজনৈতিক	Ⓐ ধর্মীয়
১২০. নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা কোন চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করেন? (জ্ঞান)	
● মধ্যযুগীয়	Ⓐ ধর্মীয়
Ⓐ রাজনৈতিক	Ⓐ বৈজ্ঞানিক
১২১. খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিবার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল কোনটি? (জ্ঞান)	
● ছাপাখানা	Ⓐ মাদ্রাসা
Ⓐ বিশ্ববিদ্যালয়	Ⓐ কাগজ শিল্প

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২২. বাংলার নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনে প্রভাব ফেলে— (অনুধাবন)	
i. শিল্প বিপ্লব	
ii. ফরাসি বিপ্লব	
iii. রবংশ বিপ্লব	
নিচের কোনটি সঠিক?	
● i ও ii	Ⓐ i ও iii
Ⓐ ii ও iii	Ⓐ i, ii ও iii
১২৩. নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে যেসব বৈচিত্র্য চিন্তার বিপ্লব ঘটে— (অনুধাবন)	
i. প্রচলিত ধর্ম	
ii. শিবা-সংস্কৃতি	
iii. সাহিত্য	
নিচের কোনটি সঠিক?	
Ⓐ i ও ii	Ⓐ i ও iii
Ⓐ ii ও iii	● i, ii ও iii
১২৪. ইংরেজ প্রশাসকদের অনেকে ভারতবাসীকে আধুনিক শিবার উজ্জীবিত করাকে মনে করতেন— (অনুধাবন)	
i. নৈতিক দায়িত্ব—কর্তব্য	
ii. মানবিক দায়িত্ব—কর্তব্য	
iii. ধর্মীয় দায়িত্ব—কর্তব্য	
নিচের কোনটি সঠিক?	
● i ও ii	Ⓐ i ও iii
Ⓐ ii ও iii	Ⓐ i, ii ও iii



➡ রাজা রামমোহন রায় ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১৬

At a Glance

- ভারতের প্রথম আধুনিক পুরবধ ছিলেন— রাজা রামমোহন রায়।
- রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন— ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।
- ‘বেদান্ত সূত্র’ ও ‘বেদান্ত সার’ উপনিষদের অনুবাদ করেন— রাজা রামমোহন রায়।
- ‘সম্বদ কৌমুদী’ পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন— রাজা রামমোহন রায়।
- উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে— রাজা রামমোহন রায়।
- রাজা রামমোহন রায় ‘অ্যাংলো হিন্দু স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন— ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়।
- ভারতীয় রেনেসাঁর স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায় মৃত্যুবরণ করেন— ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে।
- ভারতীয়দের পাশ্চাত্য ভাষায় শিবা দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়— রামমোহন রায়ের মৃত্যুর দুই বছর পর।
- ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন— রাজা রামমোহন রায়।
- সকল কুসংস্কার দূর করে একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন— রামমোহন রায়।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৫. রাজা রামমোহন রায়কে কেন ভারতের প্রথম আধুনিক পুরবধ বলা হয়? (অনুধাবন)

- Ⓐ প্রচুর অর্থসম্পদ থাকার কারণে
- Ⓑ প্রচুর ইংরেজি জানার কারণে
- বাংলায় নবজাগরণের স্রষ্টা হিসেবে
- Ⓓ একজন দর্শন কূটনৈতিক হিসেবে

১২৬. রাজা রামমোহন রায় কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ ১৭৭০ Ⓑ ১৭৭১ Ⓒ ১৭৭৩ ● ১৭৭৪

১২৭. রাজা রামমোহন রায় কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ যশোর Ⓑ নদীয়া ● হুগলি Ⓓ পাটনা

১২৮. বেদান্তসূত্র অনুবাদ করেন কে? (জ্ঞান)

- Ⓐ হাজী শরীয়তউল্লাহ Ⓑ দুদু মিয়া
- রামমোহন রায় Ⓓ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১২৯. ‘মনজারাভুল আদিয়ান’ রচনা করেন কে? (জ্ঞান)

- Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓑ বেগম রোকেয়া
- রাজা রামমোহন রায় Ⓓ দুদু মিয়া

১৩০. সমাজ থেকে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন কে? (জ্ঞান)

- Ⓐ দুদু মিয়া ● রাজা রামমোহন রায়
- Ⓑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓓ হাজী শরীয়তউল্লাহ

১৩১. হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য আত্মীয় সতা গঠন করেন কে? (জ্ঞান)

- রাজা রামমোহন রায় Ⓑ দিগম্বর বিশ্বাস
- Ⓓ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓒ দীনবন্ধু মিত্র

১৩২. ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন কে? (জ্ঞান)

- Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓑ দিগম্বর বিশ্বাস
- রাজা রামমোহন রায় Ⓓ দীনবন্ধু মিত্র

১৩৩. দেশের মানুষের জন্য ইংরেজি শিবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন কে? (জ্ঞান)

- Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ● রাজা রামমোহন রায়
- Ⓑ তিভুমীর Ⓓ দীনবন্ধু মিত্র

১৩৪. রাজা রামমোহন রায় দেশের মানুষের জন্য কোন ভাষা শিবার প্রয়োজন অনুভব করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি ● ইংরেজি Ⓓ উর্দু

১৩৫. রাজা রামমোহন রায় কত খ্রিষ্টাব্দে ‘অ্যাংলো হিন্দু স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ ১৮২১ ● ১৮২২ Ⓑ ১৮২৫ Ⓓ ১৮২৬

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৬. রাজা রামমোহন রায়— (অনুধাবন)

- i. হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন

- ii. ‘কৌলীন্য প্রথা’ দূর করেন
- iii. সতীদাহ, বাল্যবিবাহ দূর করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৭. রাজা রামমোহন রায় যেসব ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন— (অনুধাবন)

- i. আরবি
- ii. ফারসি
- iii. উর্দু

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৮. রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত পত্রিকা হচ্ছে— (অনুধাবন)

- i. সম্বাদ কৌমুদী
- ii. মিরাতুল আখবার
- iii. ব্রাহ্মণিকাল ম্যাগাজিন

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৯. রাজা রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে— (অনুধাবন)

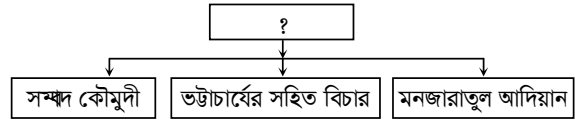
- i. তুহফাতুল মুজাহিদীন
- ii. মনজারাভুল আদিয়ান
- iii. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ছকটি দেখে ১৪০ ও ১৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৪০. (?) চিহ্নিত স্থানে কোন ব্যক্তির নাম বসবে? (প্রয়োগ)

- Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ● রাজা রামমোহন রায়
- Ⓑ দুদু মিয়া Ⓒ ডিরোজিও

১৪১. উক্ত ব্যক্তির অবদান রয়েছে— (উচ্চতর দর্শন)

- i. বাংলার নবজাগরণে
- ii. আধুনিক ভারত গঠনে
- iii. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

➡ ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১৭

At a Glance

- হেনরি লুই ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেন— ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়।
- ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা— হেনরি লুই ডিরোজিও।
- তরুণ সমাজের ধ্যানধারণা পাল্টে দিতে ডিরোজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলো— একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন।
- হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন যার নাম— ‘পার্বেনন’।
- ‘হিসপাবাস’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন— ডিরোজিও।
- ‘জিরোজিও’ মৃত্যুবরণ করেন মাত্র— তেইশ বছর বয়সে।
- ডিরোজিওর অনুসারীদের আন্দোলন প্রভাবিত করেছিল— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে।
- তৎকালীন তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করেছিল— ডিরোজিও—এর দূরদৃষ্টি, বগিতা ও বিশেষণ বমতা।
- ইয়াংবেঙ্গল আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল— ভারতীয় স্বাধীনতা।
- ছাত্র না হয়ে তার আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪২. হেনরি লুই ডিরোজিও কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- ১৮০৪ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৪৩. হেনরি লুই ডিরোজিও কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৪৪. ডিরোজিওর পিতা কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৪৫. রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি কে হয়েছিলেন? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৪৬. ইয়াং বেঞ্জল মুভমেন্টের সাথে কোন নামটি জড়িত? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৪৭. ডিরোজিও একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৪৮. 'যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান'—এটা কে শিবা দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৪৯. কত খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্শ্বন' নামক একটি ইংরেজি সাম্প্রতিক পত্রিকার নাম প্রকাশ করেন? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৫০. 'হিসপাবাস' পত্রিকা সম্পাদনা করেন কে? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০
১৫১. ডিরোজিও কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)  
 ১৮০৮ ১৮০৮ ১৮০৯ ১৮১০

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫২. ডিরোজিও যেসব পত্রিকার সম্পাদনা করেন— (অনুধাবন)  
 i. হিসপাবাস  
 ii. ইন্সট ইন্ডিয়া  
 iii. সম্বাদ কৌমুদী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১৫৩. ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন— (অনুধাবন)  
 i. রামতনু লাহিড়ী  
 ii. রাধানাথ সিকদার  
 iii. প্যারিটাদ মিত্র  
 নিচের কোনটি সঠিক?

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৫৪ ও ১৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 আবুল সাহেব ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি। তিনি কয়েকজন যুবককে নিয়ে নবীন যুবসংঘ নামে একটি জোট গঠন করেন। এই জোটের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সনাতনী হিন্দুধর্মীয়পন্থি ও গৌড়া খ্রিস্টানপন্থীদের সকল কুসংস্কার সমাজ থেকে দূরীভূত করা। এছাড়াও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে আধুনিক শিবার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।
১৫৪. আবুল সাহেবের সাথে ইতিহাসের কোন বিখ্যাত ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)  
 ১৫৫. আবুল সাহেবের অনুরূপ চরিত্রের অন্যতম অনুসারী ছিলেন— (উচ্চতর দর্পতা)  
 i. রাধানাথ সিকদার  
 ii. প্যারিটাদ মিত্র  
 iii. রামতনু লাহিড়ী  
 নিচের কোনটি সঠিক?

#### ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১৮



- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন— ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে।  
 ■ বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।  
 ■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পড়িতের দায়িত্ব লাভ করেন— মাত্র একুশ বছর বয়সে।  
 ■ শিশু শিবা সহজ করার নিমিত্তে তিনি রচনা করেন— বর্ষ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।  
 ■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয় হলো— মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট।  
 ■ বিদ্যাসাগরের নিরলস প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়— ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে।  
 ■ বিদ্যাসাগরের মায়ের নাম ছিল— ভাগবতীদেবী।  
 ■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছিল— প্রচুর মাতৃভক্তি।  
 ■ বিদ্যাসাগরকে বলা হতো— দয়ার সাগর।  
 ■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুবরণ করেন— ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে।

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
 ১৮১৮ ১৮১৯ ১৮২০ ১৮২১
১৫৭. ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ১৮১৮ ১৮১৯ ১৮২০ ১৮২১
১৫৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের নাম কী? (জ্ঞান)  
 ১৮১৮ ১৮১৯ ১৮২০ ১৮২১
১৫৯. কত বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বোদান্ত, স্মৃতি অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন? (জ্ঞান)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১
১৬০. কাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়? (জ্ঞান)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১
১৬১. শিশুদের জন্য বর্ষ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কে রচনা করেন? (জ্ঞান)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১
১৬২. মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১
১৬৩. হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন কে? (জ্ঞান)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১
১৬৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় কত খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়? (জ্ঞান)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১
১৬৫. বিদ্যাসাগরের অর্থে কে লেখাপড়া করেছেন? (জ্ঞান)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১
১৬৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১
১৬৭. মিজান একজন দরিদ্র ছাত্র। কিন্তু তার মন ছিল উদার। নিচের কোন চরিত্রের সাথে মিজানের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)  
 ১৮ ১৯ ২০ ২১

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেসব বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন— (অনুধাবন)

- i. ব্যাকরণ  
ii. স্মৃতি  
iii. বেদান্ত, সংস্কৃত সাহিত্য  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
১৬৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংগ্রামে লিপ্ত হন— (অনুধাবন)  
i. বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে  
ii. বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে  
iii. কন্যা শিশু হত্যার বিরুদ্ধে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

➡ হাজী মুহম্মদ মহসীন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১১৯

- হাজী মুহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন— পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে।
- হাজী মুহম্মদ মহসীনের আদি নিবাস ছিল— পারস্যে।
- সে তার বাজানো ও সঙ্গীত শিখেন— তোলানাথ নামক সঙ্গীতবিদের কাছে।
- বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েও— সাধারণ জীবনযাপন করতেন মহসীন।
- মহসীন তার সমুদয় অর্থ ব্যয় করতেন— শিবা বিস্তার, চিকিৎসা এবং দরিদ্র মানুষের জন্য।
- মুহসীনের পিতার নাম— মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ।
- মুহসীন বিশাল সম্পত্তির মালিক হন— ১৮০৩ সালে তার বোনের মৃত্যুতে।
- আরব, মিশর, পারস্য ভ্রমণ ধরে তিনি— সাতাশ বছর পর দেশে ফিরে আসেন।
- হাজী মুহম্মদ মহসীন বিদ্যালয় স্থাপন করেন— হুগলিতে।
- হাজী মুহম্মদ মহসীন পরলোকগমন করেন— ২৯ নভেম্বর ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে।

At a Glance

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭০. হাজী মুহম্মদ মহসীন কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১৭৩০ Ⓑ ১৭৩১  
Ⓒ ১৭৩২ Ⓓ ১৭৩৫
১৭১. হাজী মুহম্মদ মহসীন কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ নদীয়া Ⓑ রাধানগর  
Ⓒ হুগলি Ⓓ পাটনা
১৭২. হাজী মুহম্মদ মহসীনের পিতার নাম কী ছিল? (জ্ঞান)  
Ⓐ মুহম্মদ জাফরবল্লাহ Ⓑ মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ  
Ⓒ মুহম্মদ ইদ্রিস Ⓓ মুহম্মদ শরীফুল্লাহ
১৭৩. হাজী মুহম্মদ মহসীনের শিবাজীবন শুরব হয় কোন শহরে? (জ্ঞান)  
Ⓐ নদীয়া Ⓑ আসামে  
Ⓒ হুগলিতে Ⓓ বিহারে
১৭৪. আগা সিরাজী কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ হাজী মুহম্মদ মহসীনের গৃহশিবক Ⓑ হাজী মুহম্মদ মহসীনের ভাই  
Ⓒ হাজী মুহম্মদ মহসীনের চাচা Ⓓ হাজী মুহম্মদ মহসীনের দাদা
১৭৫. আরব, মিশর, পারস্য ভ্রমণ করে কত বছর পর হাজী মুহম্মদ মহসীন দেশে ফিরে আসেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ ২৫ Ⓑ ২৬ Ⓒ ২৭ Ⓓ ৩০
১৭৬. হাজী মুহম্মদ মহসীনের বোনের মৃত্যু হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১৮০০ Ⓑ ১৮০৩ Ⓒ ১৮০৫ Ⓓ ১৮০৬
১৭৭. ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১৮৪৫ Ⓑ ১৮৪৬ Ⓒ ১৮৪৮ Ⓓ ১৮৫০
১৭৮. হাজী মুহম্মদ মহসীন কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১৮১০ Ⓑ ১৮১১ Ⓒ ১৮১২ Ⓓ ১৮১৩

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৯. হাজী মুহম্মদ মহসীনের বেড়ে বলা যায়— (অনুধাবন)  
i. হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন  
ii. মায়ের নাম জয়নাব খানম

- iii. পিতার নাম মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
১৮০. হাজী মুহম্মদ মহসীন যেসব ভাষায় দরভা অর্জন করেন— (অনুধাবন)  
i. আরবি  
ii. ফারসি  
iii. ইংরেজি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

➡ নওয়াব আব্দুল লতিফ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২০

- আবদুল লতিফ জন্মগ্রহণ করেন— ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায়।
- আবদুল লতিফ ইংরেজি শিবা লাভ করেন— কলকাতা মাদ্রাসায়।
- নওয়াব আবদুল লতিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হন— ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে।
- কর্মজীবনে কৃতিত্বের জন্য সরকার আবদুল লতিফকে— নওয়াব উপাধি দেন।
- নওয়াব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হয়— প্রেসিডেন্সি কলেজে।
- ‘মহামেডান লিটারেচারি সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন— নওয়াব আব্দুল লতিফ।
- নওয়াব আবদুল লতিফের কর্মের মূল উদ্দেশ্য— হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় মৈত্রি প্রতিষ্ঠা।
- আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে সিদ্ধান্ত হয়— মুহসীনের ফাউন্ডার টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিবার কাজে ব্যয় হবে।
- নওয়াব আবদুল লতিফ সরকারি চাকরি হতে অবসর নেন— ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে।
- মুসলমানদের আধুনিক শিবা শিবিত করেন— আবদুল লতিফ।

At a Glance

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮১. কত খ্রিষ্টাব্দে নওয়াব আব্দুল লতিফ জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১৮২৪ Ⓑ ১৮২৫ Ⓒ ১৮২৭ Ⓓ ১৮২৮
১৮২. নওয়াব আব্দুল লতিফ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ যশোর Ⓑ ফরিদপুর Ⓒ ফেনী Ⓓ সিলেট
১৮৩. নওয়াব আব্দুল লতিফ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১৮৮০ Ⓑ ১৮৮২ Ⓒ ১৮৮৩ Ⓓ ১৮৮৪
১৮৪. কার প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হয়? (জ্ঞান)  
Ⓐ নওয়াব আব্দুল লতিফ Ⓑ রামমোহন রায়  
Ⓒ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓓ দুদু মিয়া

➡ সৈয়দ আমীর আলী ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২০

- মুসলমান সমাজের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন— সৈয়দ আমীর আলী।
- সৈয়দ আমীর আলী জন্মগ্রহণ করেন— ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে।
- আমীর আলী ব্যারিস্টারি পাস করেন— লন্ডনের লিঙ্কলন ইন হতে।
- মুসলিমদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন চাই তা বিশ্বাস করতেন— সৈয়দ আমীর আলী।
- লন্ডনে প্রতি কাউন্সিলের সদস্য হন— ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে।
- ‘সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করেন— সৈয়দ আমীর আলী।
- ‘The Spirit of Islam’ গ্রন্থটি লিখেছেন— সৈয়দ আমীর আলী।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন— ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে।
- নারী অধিকার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন— সৈয়দ আমীর আলী।

At a Glance

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৫. সৈয়দ আমীর আলী কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১৮৪৭ Ⓑ ১৮৪৮ Ⓒ ১৮৪৯ Ⓓ ১৮৫০
১৮৬. সৈয়দ আমীর আলী কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ নদীয়া Ⓑ পাটনায় Ⓒ হুগলিতে Ⓓ বিহারে
১৮৭. ‘সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন’ নামক সমিতি গঠন করেন কে? (জ্ঞান)

১৮৮. সৈয়দ আমীর আলী মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৯১০ Ⓑ ১৯১১ Ⓒ ১৯১২ Ⓓ ১৯১৩
- Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓑ সৈয়দ আমীর আলী  
Ⓒ রাজা রামমোহন রায় Ⓓ নওয়াব আব্দুল লতিফ

### ➡ বেগম রোকেয়া ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২১

- মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া।
- বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন— রংপুর জেলার মিঠাপুকুরে।
- সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন— কিশোর বয়স থেকেই।
- বেগম রোকেয়ার সাহিত্য চর্চা মূল বিষয়বস্তু ছিল— নারী সমাজ।
- ‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থের লেখক— বেগম রোকেয়া।
- বেগম রোকেয়ার স্বামীর নাম— ভাগলপুরে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।
- কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াম উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন— ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে।
- ‘আজ্জমান খাওয়াতিনে ইসলাম’ প্রতিষ্ঠা হয়— কলকাতায়।
- বেগম রোকেয়া ছিলেন— মুসলিম নারী আন্দোলনের পথিকৃত।
- বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন— ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৯. মুসলিম মেয়েদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ রাজা রামমোহন রায় Ⓑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর  
Ⓒ বেগম রোকেয়া Ⓓ দুদু মিয়া
১৯০. বেগম রোকেয়া কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৮৭৮ Ⓑ ১৮৮০ Ⓒ ১৮৮১ Ⓓ ১৮৮২
১৯১. বেগম রোকেয়ার পিতার নাম কী? (জ্ঞান)
- Ⓐ মোহাম্মদ আবু আলী ইব্রাহিম সাবের  
Ⓑ জহিরবদ্দিন মোহাম্মদ হাশেম আলী খান  
Ⓒ জহিরবদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের  
Ⓓ কমরবদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের
১৯২. বেগম রোকেয়ার বড় ভাইয়ের নাম কী? (জ্ঞান)
- Ⓐ কাশেম সাবের Ⓑ ইব্রাহিম সাবের  
Ⓒ জহিরবদ্দিন সাবের Ⓓ আজিজ সাবের
১৯৩. সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা-বঞ্চনার করণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন একজন নারী। এখানে একজন নারী বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
- Ⓐ প্রীতিলতা Ⓑ প্রীতিলাকী Ⓒ তারামন বিবি Ⓓ বেগম রোকেয়া
১৯৪. ‘সুলতানার স্বপ্ন’ কার লেখা? (জ্ঞান)
- Ⓐ সুফিয়া কামালের Ⓑ কাজী নজরুল ইসলামের  
Ⓒ বেগম রোকেয়ার Ⓓ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
১৯৫. বেগম রোকেয়া কার কাছ থেকে জ্ঞানচর্চার উৎসাহ পেয়েছিলেন? (প্রয়োগ)
- Ⓐ স্বামীর Ⓑ শিবকের Ⓒ মায়ের Ⓓ ভাইয়ের
১৯৬. ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াম উর্দু প্রাইমারি স্কুল’ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
- Ⓐ রংপুর Ⓑ কলকাতা Ⓒ হুগলি Ⓓ নদীয়া

### 🔍 সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

#### ■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

ফরায়াজি আন্দোলন

আব্দুল কাদির মক্কায গিয়ে ইসলামি শিবায জ্ঞান লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি দেখেন, বিদেশি শাসনের প্রভাবে মুসলমানরা ইসলামের মূল ধারা থেকে দূরে সরে পড়েছে। তিনি ইসলাম রবা ও বিদেশি শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরব করেন। তার ধর্মসংস্কার আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত বিদেশি বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।

[স. বো. '১৬]

১৯৭. আজ্জমান খাওয়াতিনে ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৯১১ Ⓑ ১৯১৬ Ⓒ ১৯৩১ Ⓓ ১৯৪৮
১৯৮. বেগম রোকেয়া কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ রংপুরে Ⓑ হুগলিতে Ⓒ কলকাতায় Ⓓ গাইবান্ধায়

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৯. বেগম রোকেয়া রচিত গ্রন্থ— (অনুবাদন)
- i. মতিচূর  
ii. সুলতানার স্বপ্ন  
iii. পদ্মরাগ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
২০০. বেগম রোকেয়া সমাজকে চোখে আজুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন—(উচ্চতর দর্পতা)
- i. নারীর করণ দশা  
ii. নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ  
iii. বিধবাদের আর্তনাদ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
২০১. বেগম রোকেয়া কর্মের মধ্যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন— (উচ্চতর দর্পতা)
- i. নারীর প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদ  
ii. নারীর প্রতি সমাজের অত্যাচারের প্রতিবাদ  
iii. নারীর প্রতি অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহের সুর  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০২ ও ২০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- রবি নবম শ্রেণির কলা বিভাগের ছাত্র। সে এক রাতে ইতিহাস পড়ে জানতে পারল, বিশ শতকের শুরবতে এক মহীয়সী নারী বাংলার নারীদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি বাংলার নারীদের অধিকার আদায়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।
২০২. অনুচ্ছেদে কোন নারীর কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
- Ⓐ দেবী চৌধুরানী Ⓑ বেগম রোকেয়া  
Ⓒ সুফিয়া কামাল Ⓓ উর্মিলা দেবী
২০৩. উক্ত নারীকে ‘নারী জাগরণের অগ্রদূত’ বলার যথার্থ করণ কী? (উচ্চতর দর্পতা)
- Ⓐ নারীদের শিষিত করা  
Ⓑ নারীদের পর্দার আড়াল থেকে বের করা  
Ⓒ নারীদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হওয়া  
Ⓓ নারীদের অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করা

- ক. ভারতের প্রথম আধুনিক পুরবষ কে? ১
- খ. কেন মুহম্মদ মহসীনকে দানবীর বলা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল কাদিরের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মনীষীর মিল পাওয়া যায়? ৩
- পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “ধর্মসংস্কার আন্দোলনটি বিদেশি বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়”— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারতের প্রথম আধুনিক পুরবষ হলেন রাজা রামমোহন রায়।

**খ** ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর একমাত্র বোনের মৃত্যু হলে মুহম্মদ মহসীন নিঃসন্তান বোনের বিশাল সম্পত্তির মালিক হন। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থ শিবা বিস্তার, চিকিৎসা এবং দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করেন। তিনি হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফান্ড গঠন করে জনহিতকর কাজে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। এই বিশাল দানের প্রেরণাতেই মুহম্মদ মহসীনকে দানবীর বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত আব্দুল কাদিরের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের মনীষী হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল পাওয়া যায়। উদ্দীপকে আব্দুল কাদিরকে একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। অনুরূপ পাঠ্যবইয়ের মনীষী ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘ বিশ বছর মক্কা অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের ওপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিবা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। ইসলাম ধর্মকে কুসংস্কার আর এসব অনৈসলামিক অনাচারমুক্ত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

**ঘ** হাজী শরীয়তউল্লাহর ধর্মসংস্কার আন্দোলন তথা ফরায়েজি আন্দোলন বিদেশি বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। হাজী শরীয়তউল্লাহ বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পারেননি। তিনি ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে ‘দারবল হারব’ অর্থাৎ ‘বিধর্মীর দেশ’ বলে ঘোষণা করেন। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্যকীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান। তিনি বিধর্মী-বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ আন্দোলন জনগণের মনে সাড়া জাগায়। জমিদার ও ব্রিটিশদের শোষণ ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ বাংলার দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতি, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শরীয়তউল্লাহর ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থা, বিশ্বাস, তাঁর অসাধারণ সাফল্য নিম্নশ্রেণির জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। জমিদারশ্রেণি নানা অভ্যুত্থানে ফরায়েজি প্রজাদের ওপর অত্যাচার শুরব করলে প্রজাদের রবার জন্য তিনি লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এমতাবস্থায় ১৮৪০ সালে তার মৃত্যু হলে তার সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়াহর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন একাধারে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষকশ্রেণির শোষণ মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। ইংরেজ শাসকদের চরম অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণবিরোধী প্রত্যাবর্তনমূলক অবতীর্ণ হলো।

## প্রশ্ন- ২ ▶▶

নীল বিদ্রোহ

বাদল ব্যানার্জী বরিশাল অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। তিনি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষকদের ধানের পরিবর্তে জোর করে আখ চাষে বাধ্য করেন। কেউ আখ চাষে অস্বীকৃতি জানালে তাকে শারীরিক নির্যাতন করত। প্রথম দিকে জমিদার আখের চারার যোগান দিলেও পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দেয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে আখ চাষেও খরচ বাড়ে কিন্তু জমিদার এ বিষয়ে তেমন নজর দিত না। উপায়ান্তর না দেখে গ্রামে গ্রামে চাষিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে। সারা বরিশালে এ বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিভিন্ন পত্রিকায় জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হলে সরকার আখ কমিশন গঠন করে।

[স. বো. '১৫]



- ক. বেগম রোকেয়া কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের রূপকার বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের কৃষকদের আন্দোলনের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘উদ্দীপকে আখ চাষিদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মতো বাংলার কৃষকরাও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সফল হয়েছিল’- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বেগম রোকেয়া ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** রাজা রামমোহন রায়ের বিশ্বাস, চিন্তাধারা এবং কর্ম তাকে আধুনিক ভারতের রূপকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তাই যথার্থই বলা হয় রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের রূপকার।

**গ** উদ্দীপকের কৃষকদের আন্দোলনের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের নীল বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের বাদল ব্যানার্জী কৃষকদের ধানের পরিবর্তে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আখ চাষে বাধ্য করেন। তদ্রূপ ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। সব সময় তাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল সজাগ। এই সজাগ ব্যবসায়ী বুদ্ধির কারণেই বাংলার উর্বর ফসলের বেতে তাদের দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর বেতগুলোতে খাদ্য ফসলের পরিবর্তে বাণিজ্য ফসল নীল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে। নীলচাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের ওপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। আবার উদ্দীপকে যেমন দেখা যায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে আখ চাষের খরচ বেড়ে যায় তদ্রূপ ব্রিটিশ ভারতেও জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে নীল চাষের খরচও বৃদ্ধি পায়। নীলকররা বিষয়টি উদ্দীপকের জমিদার বাদল ব্যানার্জীর মতোই বিবেচনায় রাখত না। তাছাড়া, প্রথম দিকে নীলকররা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ক্রমাগত নীলচাষ চাষিদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। উদ্দীপকে এ অবস্থাটিও ফুটে উঠেছে। সুতরাং উদ্দীপকের কৃষকদের আন্দোলন ব্রিটিশ ভারতের নীল বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন।

**ঘ** উদ্দীপকে ঐক্যবদ্ধ আখ চাষিদের সংগ্রামের মতো নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বাংলার কৃষকরাও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সফল হয়েছিল। উদ্দীপকে আখ চাষিরা উপায়ান্তর না দেখে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে তা পত্রিকায় আসতে থাকে এবং সরকার আখ কমিশন গঠন করে। ব্রিটিশ ভারতেও দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত দেয়ালে পিঠি ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে-গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এই সব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন নীলচাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেনী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলিতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ে এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পথে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশও অগ্রাহ্য করে। শিথিল মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব



প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারে কাহিনী ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা ‘নীলদর্পণ’ নাটকের কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাংলার স্বেচ্ছাসিদ্ধ কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের ‘ইচ্ছাধীন’ বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া ইন্ডিগো কন্ট্রোল বাতিল হয়।

### প্রশ্ন- ৩ ▶▶

তিতুমীরের সঞ্চার ও নীল বিদ্রোহ

অশ্রব কলেজের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সংগীত পরিবেশন করে— ‘তোমার সমাধী ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে আজ তুমি নাই, তুমি আছো মন বলে তাই।’ অশ্রব কেন এই গানটি গাইল এটি জানতে চাইলে সে বলল, আমি আমার গানটির মাধ্যমে স্মরণ করতে চাই ব্রিটিশ আমলের বাংলার প্রতিরোধ সঙ্গ্রামের এক অমর সেনানিকে। যার নামে আমাদের কলেজটির নামকরণ করা হয়েছে। তিনি ইংরেজদের কামান ও বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে শহিদ হন। ইংরেজদের গোলাবারবদের সামনে তার বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক।

[অঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেত্রকোনা]

- ক. ‘নীলদর্পণ’— নাটকের রচয়িতা কে? ১
- খ. নীল বিদ্রোহের স্বরূপ তুলে ধর। ২
- গ. উদ্দীপকে ইংরেজ শাসন আমলের কোন দেশপ্রেমিকের ইজ্জিত দেয়া হয়েছে? তার কোন কর্মকাণ্ড দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কি তখন কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘নীলদর্পণ’ নাটকের রচয়িতা হলেন দীনবন্ধু মিত্র।

খ. ইংরেজ বণিক, নীলকরদের অত্যাচারে ও বঞ্চনায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীলচাষিরা ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। শুরব হয় নীল বিদ্রোহ। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এসব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীল চাষিরাই। স্থানীয় পর্যায়ে এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কৃষকরা নীলচাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। শিথিল মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং বিভিন্ন পত্রিকা বিদ্রোহীদের পক্ষে অবস্থান নেয়। ‘নীলদর্পণ’ নাটকের কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাংলার স্বেচ্ছাসিদ্ধ কৃষকদের জয় হয়।

গ. উদ্দীপকে ইংরেজ শাসন আমলের দেশপ্রেমিক শহিদ তিতুমীরের প্রতি ইজ্জিত দেয়া হয়েছে। বিপরীত আন্দোলন আর দুঃসাহস তার দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে আছে। বাংলার প্রজাকুলের ওপর স্থানীয় জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন তিতুমীর। মুসলমানদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অবৈধ কর আরোপের জন্য হিন্দু জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক এবং দুঃসাহসের পরিচয় দেন। কৃষক, তাঁতি তথা বাংলার প্রজাকুলের নিরাপত্তা দানের লক্ষ্যে দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তার পক্ষে ছিল ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকেরা। তাদের একমাত্র অস্ত্র ছিল লাঠি। তিতুমীর তার এই অত্যাধুনিক অস্ত্রহীন বাহিনী নিয়ে নির্যাতন নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে রবখে দাঁড়িয়েছিলেন। ইংরেজ সেনাবাহিনী বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করলে বীরের মতো লড়াই করে তিতুমীর শহিদ হন। উদ্দীপকে অশ্রব তার গানের মাধ্যমে ব্রিটিশ আমলের বাংলার প্রতিরোধ সঙ্গ্রামের যে

অমর সেনানিকে স্মরণ করেছে তিনি হলেন এই বীর শহিদ তিতুমীর। যিনি ইংরেজদের কামান বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে শহিদ হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারবদ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তার বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে।

ঘ. শহিদ তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান বিশেষ করে নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতি সাড়া দিলে জমিদাররা মুসলমানদের প্রতি নানা নির্যাতনমূলক আচরণ শুরব করে। তিতুমীর এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শাস্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ও তার অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন এবং গড়ে তোলেন সুদৃঢ় শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমীরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাবাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করলে কামান ও বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমীরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, তিতুমীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

### প্রশ্ন- ৪ ▶▶

রাজা রামমোহন রায়ের বিভিন্ন বেত্রের অবদান

পূর্বকান্দি গ্রামের হিন্দুসমাজে এখনও একটি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর বিষপানে আত্মহত্যা করার নিয়ম। পরে স্বামী ও স্ত্রীকে এক চিতায় পোড়ানো হয়। প্রদীপ শহর থেকে লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে এসে এ নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীকে সচেতন করেন। বিভিন্ন মিডিয়ায় বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এতে বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিতে এলে সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করে।

[গ্রীন ভিউ উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ]

- ক. ‘তুহফাতুল মুজাহিদীন’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ১
- খ. কীভাবে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রদীপের কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নেতার আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত নেতার কর্মকাণ্ড কি শুধু উক্ত বেত্রই সীমাবদ্ধ ছিল? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘তুহফাতুল মুজাহিদীন’ গ্রন্থটি রচনা করেন রাজা রামমোহন রায়।

খ. অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে রক্তবয়ী ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব এসে পড়ে এ অঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এসময়ে প্রচলিত ধর্ম, শিবা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এরই পরিণতিতে উদ্ভব ঘটে নতুন ধর্মমত, নতুন শিবা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। এ সময়ে বাংলার কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে আসেন এবং তারাই বাংলায় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা করেন।



**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রদীপের কর্মকাণ্ডে আমার পাঠ্যবইয়ের নেতা রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ ছিল নানা কুসংস্কারে আচ্ছাদিত। তৎকালীন সমাজে নারীদের তেমন কোনো সামাজিক অধিকার ছিল না। এমনকি সমাজের নানা কুসংস্কার নারীদের অধিকারকে অন্ধকারের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত করেছিল। সমাজে কোনো স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে ঐ স্ত্রীকে স্বামীর সাথে চিতায় পুড়ে মরতে হতো, যা সমাজে অতি পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হতো। আর এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। উদ্দীপকেও দেখা যায়, পূর্বকালি গ্রামের হিন্দুসমাজে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে আত্মহত্যা করার এবং একই চিতায় পোড়ানোর নিয়ম প্রচলিত ছিল। তবে এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়ের মতো গ্রামের মানুষকে সচেতন করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে প্রদীপ। ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের মতো উদ্দীপকে উল্লিখিত হিন্দুসমাজ থেকেও প্রদীপের একান্ত প্রচেষ্টায় একসময় বিলোপ ঘটে সতীদাহ প্রথার।

**ঘ** উদ্দীপকে ইজিতপূর্ণ নেতা রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড শুধু সতীদাহ প্রথা বিলোপের বেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না বলে আমি মনে করি। আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি হিন্দুসমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তবে উদ্দীপকে বর্ণিত সতীদাহ প্রথা বিলোপ নিয়ে তিনি নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। হিন্দুধর্মের নানা সংস্কার সাধনের লব্ধে তিনি আত্মীয়সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয় শির্বা বিস্তারেও তার অবদান ছিল। দেশের মানুষের জন্য ইংরেজি শিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ‘অ্যাংলো হিন্দু স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ইংরেজি, দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান পড়বার ব্যবস্থা ছিল। এদেশবাসীকে সংস্কৃত শিবার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্সটকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিবার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লব টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিবার ব্যয় না করে আধুনিক শিবার ব্যয় করার জন্যও আবেদন করেন। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলার নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায় এক অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

#### প্রশ্ন- ৫ ▶▶

রাজা রামমোহন রায় ও সৈয়দ আমীর আলী

জহির ও আকাশ দুই বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়া শেষ করে গ্রামে চলে আসে। দুজনই খুব সচেতন এবং আধুনিক মন-মানসিকতার ছেলে। আকাশ গ্রামে এসে ক্লাব গঠন করে। এখানে ছেলেমেয়েদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও দেশ নিয়ে শিবা দেয়। সে ধর্মের আধুনিক ব্যাখ্যাও ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরে। জহির পথশিশু ও বড়দের শিবার আলো দেয়ার জন্য রাতের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং নানা উন্নয়নমূলক কাজ করে। গ্রামের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করে আবার স্কুলে পাঠায় লেখাপড়ার জন্য। জহির খুব সাহসী ও সংস্কারমুক্ত একটি ছেলে।

[কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]



ক. ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন কে?

১

খ. বাংলার ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ফকির—

সন্ন্যাসীদের জীবন কেমন ছিল?

২

গ. ইতিহাসের কোন ব্যক্তি দ্বারা জহিরের কর্মকাণ্ড প্রভাবিত হয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।

৩

ঘ. আকাশের কাজের সঙ্গে সৈয়দ আমীর আলীর কাজের মিল রয়েছে— যুক্তি দাও।

৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়।

**খ** বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ফকির সন্ন্যাসীদের জীবন ছিল স্বাধীন এবং মুক্ত। কেননা, চিরচরিত রীতি অনুযায়ী, ফকির—সন্ন্যাসীরা ভির্বাভূতি বা মুক্তি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তীর্থস্থান দর্শন উপলব্ধে সারাবছর তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অস্ত্র থাকত।

**গ** রাজা রামমোহন রায় দ্বারা জহিরের কর্মকাণ্ড প্রভাবিত হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি হিন্দুসমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মীয় সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শির্বা বিস্তারেও তার অবদান ছিল। দেশের মানুষের জন্য ইংরেজি শিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপ পভাবে উদ্দীপকের জহিরও বাল্যবিবাহ তথা সামাজিক কুসংস্কার নির্মূলের পাশাপাশি শির্বা বিস্তারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পথশিশু ও বড়দের শিবার জন্য রাতের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। তার এই নানামুখী উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডেরই ধারাবাহিকতার অনুরূপ। তাই বলা যায়, জহির রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

**ঘ** আকাশের কাজের সঙ্গে সৈয়দ আমীর আলীর কাজের মিল রয়েছে। সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের স্বার্থরবামূলক দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এজন্য ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ‘সেন্ট্রাল মোহামেডন অ্যাসোসিয়েশন’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শিবা ও বিভিন্ন বেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। তার এই লেখালেখির ফলে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকার মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিবা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন। উদ্দীপকের আকাশ ও সৈয়দ আমীর আলীর মতো সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়ে ‘সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের মতো গ্রামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে ছেলেমেয়েদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও দেশ নিয়ে শিবার পাশাপাশি ধর্মের আধুনিক ব্যাখ্যাও তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি, সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম, চেতনামূলক কাজ এবং আধুনিক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকে আকাশের কর্মকাণ্ডে।

#### ■ মাস্টার ড্রইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

#### প্রশ্ন- ৬ ▶▶

ফকির সন্ন্যাসি আন্দোলন

আঠারো শতকের শেষার্ধ্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের সূচনা হয়। উক্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা মুক্তি সংগ্রহের মাধ্যমে

জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব ও তীর্থস্থান দর্শনের জন্য তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত।

- ক.** কে 'হিসপাবাস' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন? ১
- খ.** বিশ শতকের শুরুর দিকে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের অবস্থা কিরূপ ছিল? ২
- গ.** উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** বিভিন্ন কারণে উক্ত আন্দোলনের অবসান ঘটে— বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হেনরি লুই ডিরোজিও 'হিসপাবাস' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

**খ** বিশ শতকের শুরুর দিকে যখন ঘরে ঘরে শিবার আলো জ্বলছে বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখন পিছিয়ে ছিল। মুসলমান সমাজের মেয়েরা সব ধরনের অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য এক রকম নিষিদ্ধই ছিল। ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দী করে। বেগম রোকেয়ার অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ এবং মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

**গ** উদ্দীপকে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, আঠারো শতকের শেষার্ধ্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত এবং ধর্মীয় উৎসব ও তীর্থস্থান দর্শনের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত, যা ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনকে নির্দেশ করে। ইংরেজদের দমন-নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন সংঘটিত হয়। এই আন্দোলন করেছিলেন ফকির-সন্ন্যাসীগণ। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে তারা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারত। নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই তাদের হাতে হাঙ্কা অস্ত্র থাকত। ইংরেজ সরকার তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলতে বাধাদান করে। তাদের ওপর করারোপ করে, ভিবা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদেরকে ডাকাত, দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। যার ফলে ফকির-সন্ন্যাসীগণ ইংরেজদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা আন্দোলনের ডাক দেয়। তাদের পরিচালিত আন্দোলনই হলো ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন।

**ঘ** উদ্দীপকে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইংরেজদের দমননীতির কারণে এই আন্দোলন শুরুর হয়। আবার এই আন্দোলনের অবসানের পেছনেও বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল ফকির ও সন্ন্যাসীদের যুগপৎ আন্দোলন। ফকির আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফকির মজনু শাহ। ১৭৭৭-১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় ইংরেজদের সাথে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তার যুদ্ধ কৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি। ইংরেজদের পর্বে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বকস প্রমুখ ফকির। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক, তিনি ইংরেজদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতার মৃত্যুর ফলে সন্ন্যাসী

আন্দোলনেরও অবসান ঘটে। ইংরেজদের দমন অভিযানের ফলে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

### প্রশ্ন- ৭ ▶▶

হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নেমে আসে অবক্ষয়। এ সময় বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি প্রায় ভেঙে যায়। এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে প্রবেশ করতে থাকে নানা কুসংস্কার। এই অবস্থার হাত থেকে বাংলার মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রথম এগিয়ে আসেন দুজন বাঙালি। একজনের সংস্কার আন্দোলন ছিল হিন্দুসমাজকে কেন্দ্র করে, অন্য জনের সংস্কার আন্দোলন ছিল মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে। বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ইতিহাসে তাদের অবদান ছিল অপরিমিত।

- ক.** 'ইস্ট ইন্ডিয়া' নামক দৈনিক পত্রিকার প্রকাশক কে ছিলেন? ১
- খ.** ফরায়াজি আন্দোলনের নামকরণ সম্পর্কে ধারণা দাও? ২
- গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে কোন আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'ইস্ট ইন্ডিয়া' নামক দৈনিক পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন হেনরি লুই ডিরোজিও।

**খ** ফরায়াজি আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজে দিনে দিনে যেসব কুসংস্কার প্রবেশ করেছে তার মূলোৎপাটন করে মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্মের মূল অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া। ইসলাম ধর্মে করণীয় কর্তব্যকে বলা হয় ফরজ। আর যারা এ ফরজ পালন করে তাদের বলা হয় ফরায়াজি। এ চিন্তা থেকে হাজী শরীয়তউল্লাহ তার সংস্কার আন্দোলনের নাম দেন ফরায়াজি আন্দোলন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে হাজী শরীয়তউল্লাহর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। উদ্দীপক থেকে জানা যায়, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি প্রায় ভেঙে যায়। এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে প্রবেশ করতে থাকে নানা-কুসংস্কার। এই অবস্থার হাত থেকে বাংলার মানুষকে বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। তিনি বুঝতে পারেন, বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিবা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। ইসলাম ধর্মকে কুসংস্কার আর এসব অনৈসলামিক অনাচারমুক্ত করতে তিনি এক ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। যা 'ফরায়াজি আন্দোলন' নামে পরিচিত। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্যকরণীয় তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান। বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র কৃষক, তাঁতি, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার আন্দোলনে যোগদান করে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকলে জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেন। দেশজুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন।

**ঘ** উদ্দীপকে ইজিতকৃত ব্যক্তিত্ব হলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ ও রাজা রামমোহন রায়। পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে কুসংস্কার ও অনাচার প্রবেশ করতে থাকে তা থেকে বাংলার মানুষকে রবা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এ দুজন মনীষী। রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি হিন্দুসমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আত্মীয়সভা গঠন করেন, শিবাবিস্তারেও তার অবদান ছিল অপরিমিত। প্রায় সমসাময়িক সময়ে হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূর করার লব্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইসলাম ধর্মকে কুসংস্কার আর অনৈসলামিক অনাচার মুক্ত করতে তিনি এক ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। বাংলার শোষিত, নির্যাতিত, দরিদ্র কৃষক, তাঁতি, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার এই আন্দোলনে যোগদান করে। জমিদাররা মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করলে তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, রামমোহন রায় ও হাজী শরীয়তউল্লাহর সংস্কার আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল। দুজনই দুটো ধর্মকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাদের এ সংস্কার আন্দোলনের ফলে মানুষ সর্বপ্রথম কুসংস্কারের বেড়াজালের বাইরে আসতে সক্ষম হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষদের চেতনাবোধ জাগ্রত করতে এ দুজন মনীষীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন- ৮ ▶▶

রাজা রামমোহন রায়



- ক. তিতুমীর কার নেতৃত্বে সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন?
- খ. নওয়াব আবদুল লতিফের কর্মজীবন ব্যাখ্যা কর।
- গ. প্রদর্শিত ছবির ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা দাও।
- ঘ. উক্ত ব্যক্তিকে আধুনিক ভারতের রূপকার বলা হয়— এই কথার সাথে কি তুমি একমত? উত্তরের পরে যুক্তি দাও।

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** তিতুমীর গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন।

**খ** নওয়াব আবদুল লতিফ শিবাজীবন শেষ করে প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে কলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

**গ** প্রদর্শিত ছবিটি হচ্ছে রাজা রামমোহন রায়ের। বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে তার জন্ম। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় তিনি অসামান্য দখল অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে তুহফাতুল মুজাহহিদীন (একেশ্বরবাদ সৌরভ), মনজারাতুল আদিয়ান (বিভিন্ন ধর্মের ওপর আলোচনা), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি সম্বাদ কৌমুদী, মিরাতুল আখবার ও ব্রাহ্মণিকাল ম্যাগাজিন নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন।

**ঘ** রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের রূপকার বলা হয়— এ কথার সাথে আমি একমত। রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দুসমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, ‘কৌলীন্য প্রথা’, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ‘আত্মীয়সভা’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিবাবিস্তারেও তার অবদান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন ইংরেজি শিবার। এ কারণে তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহন ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ‘অ্যাথলো হিন্দু স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইংরেজি, দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান পড়বার ব্যবস্থা ছিল। এদেশবাসীকে সংস্কৃত শিবার বদলে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন শিবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্সটকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিবার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লাখ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদরাসা শিবার ব্যয় না করে আধুনিক শিবার ব্যয় করার জন্যও আবেদন করেন। সুতরাং বলা যায় যে, রাজা রামমোহন রায়ই হচ্ছেন আধুনিক ভারতের রূপকার।

প্রশ্ন- ৯ ▶▶

ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মতমন্ত

ভিনদেশি মানুষ ফাদার মারিনো রিগনের কাছে বাঙালি জাতি চিরঞ্চনী। কারণ তিনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মানবতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধপীড়িত ও যুদ্ধাহত মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাঙালি যুবসমাজের মধ্যে প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ একটি আন্দোলনের সূচনা করেন। এজন্য তিনি ‘জাগো যুবক জাগো’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যে সংগঠনের সদস্যরা তরুণ সমাজের পুরনো ধারণা পাল্টে দিতে কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী দর্শন প্রচার করেন।

- ক. কত খ্রিষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়?
- খ. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার গৃহীত পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে ‘জাগো যুবক জাগো’ সংগঠনটির সাথে ইংরেজ শাসনামলের সাদৃশ্যপূর্ণ আন্দোলনের লব্য ও



- উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত আন্দোলনের প্রবক্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন  
তরবণ সমাজের পুরনো ধারণাকে পাণ্টে দিতে  
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন— বিশেষরূপ কর। ৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়।

**খ** মুসলমান নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী এক অনন্য নাম। সমাজের কুসংস্কার, নারীসমাজের বঞ্চনা, প্রতীতির জন্য তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন। তার সব লেখনির মধ্যে তৎকালীন নারীসমাজের করবণ চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি নারীশিবির জন্য ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘আজুমান খাওয়াতীনে ইসলাম’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীর শিবা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

**গ** উদ্দীপকে ‘জাগো যুবক জাগো’ সংগঠনটির সাথে ইংরেজ শাসনামলের ‘ইয়াং বেঙ্গল’ আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে। ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের নাম থেকেই এর লব্যা ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায়। ইয়াং বেঙ্গল মানে হলো বাংলার যুবসমাজ। বাংলার যুবকদের মাঝে সংস্কার ও উন্নয়নের লব্যা এই আন্দোলন। এই আন্দোলনের লব্যা ছিল সামাজিক বৈষম্য, বর্ণপ্রথা, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলা। যুবকরা নিজেরাই শুধু এই বিষয়ে সচেতন হবে তা নয়, পাশাপাশি সামাজিকভাবে এসব বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলবে। এই আন্দোলনের লব্যা যেমন হিন্দুধর্মের কুসংস্কারকে আঘাত করে তেমনি খ্রিষ্টানদের গৌড়মিকেও মূল্যায়ন করে চায়। আন্দোলনের লব্যা ও গতি-প্রকৃতির দিক থেকে উদ্দীপকের ‘জাগো যুবক জাগো’ আন্দোলনের সাথে ‘ইয়াং বেঙ্গল’ আন্দোলনের মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের ‘জাগো যুবক জাগো’ আন্দোলনের সাথে ডিরোজিওর ‘ইয়াং বেঙ্গল’ আন্দোলনের মিল রয়েছে। ডিরোজিওর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন হচ্ছে একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন। তরবণ সমাজের পুরনো ধ্যানধারণা পাণ্টে দিতে ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাডেমিতে তরবণদের এই শিবা দেওয়া হয় যে, যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ‘পার্শ্বন’ নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এতে সমাজ, ধর্ম, বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এটি বন্ধ করে দেয়। তিনি ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ‘হিসপাবাস’ নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা এবং ‘ইস্ট ইন্ডিয়া’ নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর পরও তার প্রদর্শিত ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের অনুসরণ করে চলতে থাকে তার হাতে গড়া অনুসারীরা। ডিরোজিওর অনুসারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার ছাত্র না হলেও তার আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর অনুসারীদের আন্দোলন মাইকেল মধুসূদন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল।

### প্রশ্ন- ১০১১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রববেল ও রবি দুই বন্ধু। তারা নবম শ্রেণিতে পড়ে। রববেল বলে, দরিদ্র পরিবারের ছেলে হয়েও মেধার কারণে একজন গুণী ব্যক্তি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন এবং তিনি বাংলা গদ্যের জনক। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতের দায়িত্ব পালন করেন। রবি বলে, তিনি

হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কার দূর করে সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি শিবাবিস্তারে অগ্রগণ্য ছিলেন এবং দান ও দাৰিণ্যের জন্যও খ্যাত ছিলেন।

- ক. রাজা রামমোহন রায় কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? ১  
খ. কারা ডিরোজিও এর আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন? ২  
গ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত ব্যক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে রবির বক্তব্যটিকে তুমি সমর্থন কর কি? ৪  
নিজের পর্বে মতামত দাও।

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাজা রামমোহন রায় হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** ডিরোজিও ছিলেন রেনেসাঁর যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ‘ইয়াং বেঙ্গল’ আন্দোলনের প্রবক্তা। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা ইয়াং বেঙ্গল-এর কার্যক্রম চালিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার ছাত্র না হলেও তার আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল।

**গ** উদ্দীপকে ইজিতকৃত ব্যক্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি প্রয়োজনীয় শিবা উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তবে অসাধারণ মেধা আর অধ্যবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এজন্য তাকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিবাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। সংস্কৃত শিবির সংস্কার, বাংলা শিবির ভিত্তিস্থাপন এবং নারী-শিবা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা তার অবয়বী কীর্তি। তিনি হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের পর্বে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। উদ্দীপকেও রববেল একজন গুণী ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের কথা তুলে ধরেছে, যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকের বর্ণিত রবির বক্তব্যটিকে আমি সমর্থন করি। রবির বক্তব্য হলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কার দূর করে সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি শিবাবিস্তারে অগ্রগণ্য ছিলেন এবং দানদাৰিণ্যের জন্যও খ্যাত ছিলেন। উদ্দীপকে বর্ণিত রবির এ বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি। শিবাবিস্তারে তার কৃতিত্ব অসাধারণ। সংস্কৃত শিবির সংস্কার, বাংলা শিবির ভিত্তিস্থাপন এবং নারী-শিবা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা তার অবয়বী কীর্তি। তাছাড়া স্কুল পরিদর্শক থাকাকালে গ্রামেগঞ্জে ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দেশে প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রববেল দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কন্যাশিশু হত্যা, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সত্যাগে লিপ্ত হন। তিনি হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের পর্বে কঠোর অবস্থান নেন। তার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়।

বিদ্যাসাগর দানদাৰিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। এ কারণে তাকে দয়ার সাগরও বলা হতো। তিনি যথেষ্ট সচ্ছল না হলেও বহু অনাথ ছাত্র তার বাসায় থেকে লেখাপড়া করত। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরম অর্থকষ্টের সময়ে বিদ্যাসাগর তাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। কবি

নবীনচন্দ্র সেন তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগরের অর্থে লেখাপড়া করেছেন। তাই বলা যায়, রবির বক্তব্যটি সঠিক এবং সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন- ১১ ▶▶

হাজী মুহম্মদ মহসীন



?

- ক. নওয়াব আবদুল লতিফ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দানদাৰিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন—  
ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ জীবনী বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উক্ত ব্যক্তিকে দানশীল বলা হয়— এ কথার সাথে কি  
তুমি একমত? যুক্তি দাও। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দানদাৰিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। এ কারণে তাকে দয়ার সাগরও বলা হতো। তিনি যথেষ্ট সচ্ছল না হলেও বহু অনাথ ছাত্র তার বাসায় থেকে লেখাপড়া করত। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরম অর্থকষ্টের সময়ে বিদ্যাসাগর তাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগরের অর্থে লেখাপড়া করেছেন।

**গ** চিত্রটি হাজী মুহম্মদ মহসীনের। হাজী মুহম্মদ মহসীন ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ। মায়ের নাম ছিল জয়নাব খানম। তাদের আদি নিবাস ছিল পারস্যে। হাজী মুহম্মদ মহসীনের পূর্বপুরুষ ভাগ্য অশেষভাবে এসে হুগলি শহরে বসবাস শুরুর করে। মহসীনের শিবাজীবন শুরুর হুগলিতে। তার গৃহশিক্ষক আগা সিরাজী ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তার কাছে আরবি-ফারসি ভাষা শিখালাভ করেন। ভোলানাথ ওস্তাদ নামে একজন সংগীতবিদের কাছে সেতার বাজানো ও সংগীত শেখেন। তার উচ্চশিক্ষা শুরুর হয় মুর্শিদাবাদে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি হুগলি ফিরে আসেন এবং ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ভ্রমণে বের হন। তিনি মক্কা, মদিনা গমন করেন এবং হজব্রত পালন করেন। আরব, মিশর, পারস্য ভ্রমণ করে তিনি সাতাশ বছর পর দেশে ফিরে আসেন। আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি, ইতিহাস ও বীজগণিতে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ নভেম্বর হুগলীতে পরলোকগমন করেন।

**ঘ** হাজী মুহম্মদ মহসীনকে সম্পূর্ণরূপে দানশীল বলা হয়— এ কথার সাথে আমি একমত। কারণ, শিবাবিস্তারে ও দানশীলতার জন্য তিনি খ্যাত। হাজী মুহম্মদ মহসীন হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফান্ড গঠন করে জনহিতকর কার্যে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। মহসীন ফান্ডের অর্থে তার মৃত্যুর পর ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলি মহসীন ফান্ড, হুগলি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস

প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহসীন ফান্ডের বৃদ্ধির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান তরুণ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এভাবে তিনি তার মৃত্যুর পরও বাঙালি মুসলমানদের জন্য শিবার পথ সুগম করে যান।

প্রশ্ন- ১২ ▶▶

নওয়াব আবদুল লতিফের শিবা বেত্রে অবদান

উনবিংশ শতাব্দী ছিল বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের যুগ। পূর্বের সংস্কার আন্দোলনের ফলে এ যুগে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এ শ্রেণির প্রভাবে বাংলায় এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। এ সময় হিন্দুরা খানিকটা এগিয়ে গেলেও মুসলমানরা ছিল অনগ্রসর। তাই মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এগিয়ে আসেন একজন মনীষী। তার অপ্রাণ প্রচেষ্টায় মুসলমানরা আধুনিক শিবায়ে শিবিহ হবার সুযোগ পায়।

- ক. কার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসী আন্দোলনের অবসান ঘটে? ১
- খ. বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার বিষয়বস্তু কী ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইজিতকৃত মনীষীর ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভবানী পাঠকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসী আন্দোলনের অবসান ঘটে।

**খ** বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার বিষয়বস্তু ছিল নারীসমাজ। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারীসমাজের অবহেলা, বঞ্চনার করণে চিত্র নিয়ে দেখেছেন। সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করণদশা। তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা। তার অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচূর এবং সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের নারীদের বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠেছে।

**গ** উদ্দীপকে বাংলায় আধুনিক শিবাব্যবস্থা কথা বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে রক্তবর্ষী ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব এসে পড়ে এ অঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এই সময়ে প্রচলিত ধর্ম, শিবা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এই পরিণতিতে উদ্ভব ঘটে নতুন ধর্মমত, নতুন শিবা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। এই সময়ে বাংলার কিছুসংখ্যক ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিবা ও বাঙালি ভাবধারার প্রভাবে মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। এর প্রভাবেই খ্রিষ্টান মিশনারিরা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন, যা আধুনিক শিবার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। অনুরূপ প্রভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দী ছিল বাংলার শিবা-সংস্কৃতির বিকাশের যুগ। এ যুগে বাংলায় পাশ্চাত্য শিবায়ে শিবিহ একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। আর এ শ্রেণির প্রভাবেই বাংলায় আধুনিক শিবাব্যবস্থা চালু হয় এবং বাংলায় কয়েকটি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় আধুনিক শিবাব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

**ঘ** মুসলমানদের ইংরেজি শিবায়ে শিবিহ করার বেত্রে উদ্দীপকে ইজিতকৃত মনীষী হলেন নওয়াব আবদুল লতিফ। উদ্দীপক থেকে জানা যায়, মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে এবং ইংরেজি শিবায়ে শিবিহ করতে একজন মনীষী এগিয়ে আসেন। যার অপ্রাণ প্রচেষ্টায় মুসলমানরা আধুনিক শিবায়ে শিবিহ হবার সুযোগ পায়। এই মনীষীর কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্য লব করা যায় নওয়াব আবদুল লতিফের। তিনি বাঙালি

মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিলাবিস্তারের প্রয়োজন এবং তাদের ইংরেজি শিবার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিবার শিবিতে করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ‘মুসলমান ছাত্রদের পবে ইংরেজি শিবার সুফল’ শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তার প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু, বাংলা শিবারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চশিবা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তার প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মহসীন ফাভের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিবার ব্যয় হবে— এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিবার পাশাপাশি ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিবা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ।

প্রশ্ন- ১৩ ▶▶

বেগম রোকেয়া



- ক. কখন মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়? ১
- খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. চিত্রের মহীয়সী নারীর পারিবারিক জীবন ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চিত্রের মহীয়সী নারী নারীর উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন সফল সমাজ সংস্কারক ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রবখে দাঁড়ান। তিনি কন্যা শিশু হত্যা, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সৎগ্রামে লিপ্ত হন। তিনি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের পবে কঠোর অবস্থান নেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণেই ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়।
- গ. চিত্রটি মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার। বেগম রোকেয়া ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন। তার পিতার নাম জহিরবন্দী মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। মায়ের নাম মোসাম্মৎ বাহাতননেনা সাবেরা চৌধুরাণি। ঐ অঞ্চলে বেগম রোকেয়ার পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং রবণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশিন। বেগম রোকেয়া তার বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে শিবা লাভ করেন। তাকে পড়াশোনা করতে হতো গভীর রাতে, যাতে বাড়ির লোক টের না পায়। বড় ভাইয়ের একান্ত উৎসাহে তিনি উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিবা লাভ করেন। স্কুলে গিয়ে শিবা গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দবতা অর্জন করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

ঘ. বেগম রোকেয়া নারীর উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তার সাহিত্যচর্চার বিষয়বস্তু ছিল নারীসমাজ। বেগম রোকেয়া সমাজের কুসংস্কার, নারীসমাজের অবহেলা-বঞ্চনার করবণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। যা উপলব্ধি করেছেন, তা-ই তিনি তার লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করবণদশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা। তার ‘অবরোধ বাসিনী’, ‘পদ্মরাগ’, ‘মতিচূর’, ‘সুলতানার স্বপ্ন’ প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে। বিবাহিত জীবনে তিনি তার স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীচর্চার উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তার জীবনের বাকি সময়টি নারী শিবা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়। তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিবিকা এবং সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর শিবা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার নেতৃত্বে এ সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সর্বম হয়।

### অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১৪ ▶▶

ফরায়েজি আন্দোলন

পবিত্র মক্কা থেকে ফিরে হাজী শরীয়তউল্লাহ যেসব ধর্মীয় ফরজের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সংস্কার আন্দোলন শুরব করেন তার একটি তালিকা তৈরি করে আব্দুস সাত্তার। বার্ষিক পরীবার জন্য আব্দুস সাত্তার দুদু মিয়ান কারারবন্দ হওয়ার কারণগুলোও খুব মনোযোগ সহকারে পড়তেছিল।

- ক. একেশ্বরবাদ সৌরভ কার লেখা? ১
- খ. রাজা রামমোহন রায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো উল্লেখ কর। ২
- গ. আব্দুস সাত্তারের পঠিত আন্দোলন ইসলাম ধর্মের কোন মৌলনীতিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত? তালিকা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত আন্দোলনের নেতার কারারবন্দ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. একেশ্বরবাদ সৌরভ রাজা রামমোহন রায়ের লেখা।
- খ. রাজা রামমোহন রায় প্রকাশিত পত্রিকা—
১. সম্বাদ কৌমুদী, ২. মিরাতুল আখবার, ৩. ব্রাহ্মণিকাল ম্যাগাজিন।
- গ. আব্দুস সাত্তারের পঠিত আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন। উদ্দীপকের উল্লেখ, পবিত্র মক্কা থেকে ফিরে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় ফরজের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই সংস্কার আন্দোলন শুরব করেন। হাজী



শরীয়তউল্লাহ যে ফরজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্যপালনীয় (ফরজ) মৌলনীতি। নিচে এর তালিকা দেওয়া হলো : ১. ইমান বা আল্লাহর একত্ব ও রিসালাতে বিশ্বাস, ২. নামাজ, ৩. রোজা, ৪. হজ, ৫. জাকাত।

**ঘ** আব্দুস সাত্তারের পঠিত ফরাজেজি আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়া'র কারারবান হওয়ার বিবৃতি উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে দুদু মিয়াকে কারারবান করে। এর পেছনের কারণগুলো হলো :

১. দুদু মিয়া'র নেতৃত্বে ফরাজেজি আন্দোলন একাধারে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষকশ্রেণির শোষণ মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়।
২. ইংরেজ শাসকদের চরম অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণবিরোধী প্রত্যাবর্তনিকায় অবতীর্ণ হয়।
৩. হাজার হাজার কৃষক ও জমিদার নীলকর সাহেবদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ফরাজেজি আন্দোলনে যোগদান করে।
৪. জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুদু মিয়া প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য কৃষক প্রজাসাধারণকে নিয়ে লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে।

উপরোক্ত কারণে ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে দুদু মিয়াকে কারারবান করে।

**প্রশ্ন- ১৫ ▶▶** হাজী মুহম্মদ মহসীন ও ডিরোজিও

বাংলার নবজাগরণের মনীষীগণ	আদর্শ
ডিরোজিও	যুক্তিহীন বিশ্বাস মৃত্যুর সমান
হাজী মুহম্মদ মহসীন	জনহিতকর কাজে অর্থব্যয়

- ?**
- ক. মতিচূর কার লেখা? ১
  - খ. নওয়াব আবদুল লতিফের কর্মের তিনটি উদ্দেশ্য লিখ। ২
  - গ. জনহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় ছকের উল্লিখিত মনীষীর ব্যয়ের তালিকা তৈরি কর। ৩
  - ঘ. ছকে উল্লিখিত আদর্শের আলোকে ডিরোজিও'র কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন কর। ৪

### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

- ক** মতিচূর বেগম রোকেয়ার লেখা।
- খ** নওয়াব আবদুল লতিফের কর্মের উদ্দেশ্য তিনটি নিচে দেওয়া হলো :
১. মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিদ্বেষভাব দূর করা।
  ২. মুসলমান সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং
  ৩. হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা।
- গ** ছকে উল্লিখিত হাজী মুহম্মদ মহসীন যেসব জনহিতকর কার্যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো :
১. হাজী মুহম্মদ মহসীন হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
  ২. ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদরাসার উন্নতি সাধনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।
  ৩. ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন।
  ৪. হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেন।
  ৫. হুগলিতে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
  ৬. মহসীন ফাউন্ডের বৃত্তির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান তরবণ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।

**ঘ** ছকে উল্লিখিত 'যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান'-এর আলোকে ডিরোজিও'র কর্মকাণ্ড নিচে মূল্যায়ন করা হলো :

ডিরোজিও ছিলেন 'রেনেসাঁ' যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা। তরবণ সমাজের পুরনো ধ্যানধারণা পাটে দিতে ডিরোজিও ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানে 'যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান' -তরবণদের এই শিবা দেওয়া হয়। নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবিত তরবণরা সনাতনপন্থি হিন্দু এবং গৌড়পন্থি খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসেও আঘাত হানে। ফলে এরা ডিরোজিও এবং তার একাডেমির সদস্যদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তার অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্শ্বনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। তিনি 'হিসপাবাস' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা এবং 'ইস্ট ইন্ডিয়া' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা বিভিন্ন বৈতনিক অবদান রাখতে থাকে।

### ■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

**প্রশ্ন- ১৬ ▶▶** ফরাজেজি আন্দোলন

মিহির শহরে ধর্মীয় লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে ফেরে। গ্রামে ফিরে সে গ্রামবাসীদের ধর্মীয় কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের ধনী মহাজনের হাত থেকে রবার জন্য সে কাজ করে। মহাজনদের পরিবর্তে ব্যাংক থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে দেয়। কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়। এতে ধনী মহাজনদের সাথে তার বিরোধ বাড়ে।

- ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান কোথায়? ১
- খ. বাংলাদেশে নীলচাষ সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
- গ. মিহির পাঠ্যবইয়ের কোন ব্যক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবক? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মিহিরের মতো উক্ত ব্যক্তিও ইংরেজ সরকারের সাথে বিরোধ বাড়ে- বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

- ক** মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে।
- খ** নীলচাষের জন্য নীলকরণ কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা পরিশোধ করবক না কেন, বংশপরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীলচাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের ছিল বলে ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো।

**X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে-

- গ** হাজী শরীয়তউল্লাহ-এর 'ফরাজেজি আন্দোলন' ব্যাখ্যা কর।
- ঘ** হাজী শরীয়তউল্লাহ এর সাথে ইংরেজদের বিরোধের কারণ আলোচনা কর।

**প্রশ্ন- ১৭ ▶▶** ফরাজেজি আন্দোলন

মাহবুব সাহেব ইংরেজ শাসনামলের একজন বীরসেনার জীবনী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। যিনি ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে এবং

অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের এক মূর্ত প্রতীক। যিনি কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে ইংরেজ, জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তৈরি করেছিলেন সুবিশাল লাঠিয়াল বাহিনী। কিন্তু, তাকে যখন কামান ও বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করা হলো তখন তিনি বীরের মতো প্রাণপণে যুদ্ধ করে শহিদ হন। সর্বোপরি, তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বম হয়েছিলেন।

- ক. 'হিসপাবাস' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন কে? ১  
খ. সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান ঘটে কীভাবে? ২  
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে মহান নেতার পরিচয় ফুটে উঠেছে তার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত আন্দোলন কীভাবে কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'হিসপাবাস' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন হেনরি লুই ডিরোজিও।

খ. সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। তিনি ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দুই সহকারীসহ লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আর কোনো যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় নি। এ কারণে ভবানী পাঠকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আন্দোলনের অবসান ঘটে।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. হাজী শরীয়তউল্লাহ—এর 'ফরায়েজি আন্দোলন' ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. ফরায়েজী আন্দোলন কীভাবে কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয় আলোচনা কর।

### প্রশ্ন- ১৮ ▶▶

হাজী মুহম্মদ মহসীন

একমাত্র বোনের মৃত্যুর পর তানভীর সাহেব নিঃসন্তান বোনের বিশাল সম্পত্তির মালিক হন। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তার গ্রামের মুসলমানদের ছিল চরম দুর্দিন। তিনি তার সমুদয় অর্থ শিবাবিস্তার, চিকিৎসা এবং দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করেছিলেন।

- ক. কে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন? ১  
খ. বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় কেন? ২  
গ. তানভীর সাহেবের সাথে যে মহান মনীষীর মিল রয়েছে তার শিবাবিস্তারের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. এ ধরনের ব্যক্তিদের কার্যক্রম ভারতীয় উপমহাদেশে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে? উত্তরের পরে যুক্তি দাও। ৪

### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলা গদ্য সাহিত্যের নবজীবন দান করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন অসামান্য পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাববোধ করেন। তাই তিনি গদ্য সাহিত্য রচনা শুরুর করেন। তার হাতে বাংলা গদ্য সাহিত্য নবজীবন লাভ করে। এ কারণে তাঁকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. হাজী মুহম্মদ মহসীনের শিবা বিস্তারের অবদান ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. 'ভারতীয় উপমহাদেশে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে মহসীনের নাম'—আলোচনা কর।

### প্রশ্ন- ১৯ ▶▶

ফরায়েজী আন্দোলন

তৌফিক সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘদিন মক্কা অবস্থান করেছেন। সেখানে থেকে তিনি ইসলাম ধর্মের ওপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি দেখেন তার এলাকার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিবা থেকে অনেক দূরে সরে আছে। তিনি তার এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কারমূলক কাজের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় শিবা প্রদান, তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন। সমাজপতিদের ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তার এ কাজ চালিয়ে যান। তার এ কার্যক্রম পরবর্তীতে আন্দোলনে রূপ নেয়।

- ক. তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন কোথায়? ১  
খ. কী কারণে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়? ২  
গ. উদ্দীপকে ইংরেজ শাসনামলের কোন আন্দোলনের ইজিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. বাংলায় শোষিত, নির্যাতিত সকল সম্প্রদায় উক্ত আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে।

খ. বাংলার চাষিরা স্বেচ্ছায় নীলচাষ করত না। নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে রবা পাওয়ার জন্য তাদেরকে নীলচাষ করতে হতো। একবার কোনো কৃষক দাদন নিলে বংশ পরম্পরায় কখনো তার ঋণ শোধ হতো না। অবাধ্য নীলচাষির ওপর নেমে আসত অকথ্য নির্যাতন। নীলকররা এতটাই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীলচাষিকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করে নি। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার পাওয়ার উপায় কৃষকদের ছিল না। এ কারণেই নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. 'ফরায়েজী আন্দোলন' ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. 'ফরায়েজী আন্দোলন রূপ নেয় শোষণ হতে মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম'—আলোচনা কর।

### প্রশ্ন- ২০ ▶▶

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

বাংলাদেশের এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস খুবই মর্মস্পর্শী। এদেশের মানুষ বিদেশিদের অন্যায়-অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আবার প্রতিবাদী কণ্ঠ জেগে ওঠে আপন মহিমায়। তেমনি এক প্রতিবাদী কণ্ঠ তৌহিদুল ইসলাম। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তার সোচ্চার কণ্ঠকে জাগ্রত করেছিলেন এলাকার ফকিরদের সাহায্যে। কিন্তু আগ্রাসী শক্তির কবলে নিজের জীবন বিপন্ন করেও দেশকে রবা করতে পারেননি অধিকন্তু ফকিরদের জীবনে নেমে আসে নির্মম নির্যাতন।

- ক. কত সালে হুগলি ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়? ১  
খ. ইংরেজরা বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের ইজিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত আন্দোলনের পরিণতি কী ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

## ২০ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

ক ১৮৪৮ সালে।

খ ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। উপমহাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের শাসক হয়ে ওঠে। তবে সব সময় তাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল সজাগ। এই সজাগ ব্যবসায়ী বুদ্ধির কারণেই বাংলার উর্বর ফসলের বেত্রে তাদের দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর বেত্রেগুলোতে খাদ্য ফসলের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ উক্ত আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা কর।

প্রশ্ন- ২১ ▶▶

নীল বিদ্রোহ

পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্দোলন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে খাবার ফসল উৎপাদনের বদলে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে। শেষ পর্যন্ত বাংলার স্থানীয় কৃষকদের জয় হয়।

- ক. 'মতিচূর ও সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক কে? ১  
খ. কারা ডিরোজিও এর আদর্শে প্রভাবিত হয়েছে? ২  
গ. উদ্দীপকে ইতিহাসের কোন বিদ্রোহের নির্দেশ রয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বিদ্রোহে শেষ পর্যন্ত কৃষকরাই সফল হয়? মতামত দাও। ৪

## ২১ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

ক 'মতিচূর ও সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক হলেন বেগম রোকেয়া।

খ ডিরোজিও ছিলেন রেনেসাঁ যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারি 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা ইয়াং বেঙ্গল-এর কার্যক্রম চালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রাখানাথ সিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার ছাত্র না হলেও তার আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ নীল বিদ্রোহের ধারণা দাও।

ঘ নীল বিদ্রোহের ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

## ■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ২২ ▶▶

হিন্দু সমাজ ও রাজা রামমোহন রায়

মধ্যযুগের একটি সমাজে প্রচলিত ছিল সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি। সমাজটির এই কুসংস্কারগুলো দূর করার

অন্য প্রচেষ্টা নেন আধুনিক ভারতের একজন বৃ পকার। তিনি এই কুসংস্কারগুলো দূর করে একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ। [সপ্তম ও নবম অধ্যায়]

- ক. স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন কত তারিখে? ১  
খ. ইনডেমনিটি আইন বলতে কী বোঝ? ২  
গ. উদ্দীপকে মধ্যযুগের কোন সমাজটির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কারমুক্ত এক সমাজ— উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

## ২২ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

ক স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি।

খ ইনডেমনিটির আভিধানিক অর্থ কাউকে নিরাপদ করা বা নিরাপত্তা বিধান করা। যারা জাতির পিতা ও তার পরিবারবর্গ, জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে অবৈধভাবে বমতা দখল করেছিল; বাংলাদেশের কোনো আদালতে এইসব অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাবে না— এই মর্মে ইনডেমনিটি বা নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছিল ইনডেমনিটি আইনে।

গ উদ্দীপকে মধ্যযুগের হিন্দু সমাজের কথা বলা হয়েছে। এ যুগে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র সমাজে এ চারটি উল্লেখযোগ্য বর্ণ ছিল। বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে পালিত হতো। একবর্ণের সাথে অন্য বর্ণের বিবাহ বা আদান-প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। এ যুগে পণ ও বাল্যবিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। স্বামীভক্তি হিন্দু সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রচলিত ছিল সতীদাহ প্রথা। হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথাও প্রচলিত ছিল। কৌলিন্য প্রথার ফলে সমাজে নানা অনাচার অনুপ্রবেশ করে এবং বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। জ্যোতিষীরা পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে শুভবর্ণ নির্ধারণ করতেন। এ সময় জনগণ ইন্দ্রজাল এবং জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করত।

ঘ উদ্দীপকে যার কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন আধুনিক ভারতের বৃ পকার রাজা রামমোহন রায়। তিনি তৎকালীন সমাজের অবস্থা ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মীয় সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে এ সমাজের কথা বলা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। ভারতের প্রথম আধুনিক পুরবধ রাজা রামমোহন রায় মধ্যযুগের হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলো দূর করে এক নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থেই হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।



## নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১ ১ ১ বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম কী ছিল?

উত্তর : বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ।

প্রশ্ন ১ ২ ১ সন্ন্যাসীদের নেতার নাম কী ছিল?

উত্তর : সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক।

প্রশ্ন ১৩ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর দেশে ফিরে এসে ধর্ম সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন?

উত্তর : ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর দেশে ফিরে এসে ধর্ম সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রশ্ন ১৪ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তার প্রধান খাঁটি স্থাপন করেন?

উত্তর : ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তার প্রধান খাঁটি স্থাপন করেন।

প্রশ্ন ১৫ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশন গঠিত হয়?

উত্তর : ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশন গঠিত হয়।

প্রশ্ন ১৬ ৥ ফরায়োজি শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

উত্তর : ফরায়োজি শব্দটি আরবি ফরজ থেকে এসেছে।

প্রশ্ন ১৭ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে শরীয়তউল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে শরীয়তউল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ১৮ ৥ দুদু মিয়া কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ১৯ ৥ বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ কে ছিলেন?

উত্তর : বাংলার নব জাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

প্রশ্ন ১১০ ৥ রাজা রামমোহন কত খ্রিস্টাব্দে ‘অ্যাংলো হিন্দু স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ১১১ ৥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১১২ ৥ কবি নবীনচন্দ্র সেন তরুণ বয়সে কার অর্থে লেখাপড়া করেছেন?

উত্তর : কবি নবীনচন্দ্র সেন তরুণ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অর্থে লেখাপড়া করেছেন।

প্রশ্ন ১১৩ ৥ হাজী মুহম্মদ মহসীন কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : হাজী মুহম্মদ মহসীন ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১১৪ ৥ হাজী মুহম্মদ মহসীনের পিতার নাম কী?

উত্তর : হাজী মুহম্মদ মহসীনের পিতার নাম মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ।

প্রশ্ন ১১৫ ৥ সৈয়দ আমীর আলী কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১১৬ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১১৭ ৥ ‘মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন’-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : ‘মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন’-এর প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রশ্ন ১১৮ ৥ ‘মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন’-এর বর্তমান নাম কী?

উত্তর : ‘মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন’-এর বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ।

প্রশ্ন ১১৯ ৥ কার প্রচেষ্টায় ‘বিধবা বিবাহ আইন’ পাস হয়?

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ‘বিধবা বিবাহ আইন’ পাস হয়।

প্রশ্ন ১২০ ৥ ‘মিরাতুল আখবার’ ম্যাগাজিনের প্রকাশক কে ছিলেন?

উত্তর : ‘মিরাতুল আখবার’ ম্যাগাজিনের প্রকাশক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

প্রশ্ন ১২১ ৥ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন কর্তৃক গঠিত সমিতির নাম কী?

উত্তর : ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন কর্তৃক গঠিত সমিতির নাম ছিল আত্মীয় সভা।

প্রশ্ন ১২২ ৥ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয় কখন?

উত্তর : ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট।

প্রশ্ন ১২৩ ৥ রাজা রামমোহন রায় কত খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন?

উত্তর : রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন।

প্রশ্ন ১২৪ ৥ ডিরোজিও এর সময় ধর্মতলা একাডেমির প্রধান শিবক কে ছিলেন?

উত্তর : ডিরোজিও এর সময় ধর্মতলা একাডেমির প্রধান শিবক ছিলেন ডেবিড ড্রামন্ড।

প্রশ্ন ১২৫ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে ‘একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ‘একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ১২৬ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে ‘পার্শ্বনন’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ‘পার্শ্বনন’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন ১২৭ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে ‘হিসপাবাস’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ‘হিসপাবাস’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন ১২৮ ৥ তিতুমীরের আন্দোলনের সময় উত্তর ভারতে কী আন্দোলন চলছিল?

উত্তর : তিতুমীরের আন্দোলনের সময় উত্তর ভারতে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন চলছিল।

প্রশ্ন ১২৯ ৥ হাজী শরীয়তুল্লাহ কী বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেন?

উত্তর : হাজী শরীয়তুল্লাহ জুমা ও দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন ১৩০ ৥ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব আবদুল লতিফ কোন পদে যোগদান করেন?

উত্তর : ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব আবদুল লতিফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন।

প্রশ্ন ১৩১ ৥ মাত্র একুশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজের পণ্ডিতের দায়িত্ব লাভ করেন?

উত্তর : মাত্র একুশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতের দায়িত্ব লাভ করেন।

প্রশ্ন ১৩২ ৥ নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে?

উত্তর : নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস।

প্রশ্ন ১৩৩ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে হুগলি মহসীন ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলি মহসীন ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ১৩৪ ৥ কত খ্রিস্টাব্দে হুগলি ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ১৩৫ ৥ মজনু শাহ কত খ্রিস্টাব্দে সারা উত্তর বাংলায় ইংরেজবিরোধী তৎপরতা শুরু করেন?

**উত্তর :** মজনু শাহ ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে সারা উত্তর বাংলায় ইংরেজবিরোধী তৎপরতা শুরু করেন।

**প্রশ্ন ১১ ৩৬ ৥ ফকির মজনু শাহ কোন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতেন?**

**উত্তর :** ফকির মজনু শাহ গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতেন।

**প্রশ্ন ১১ ৩৭ ৥ কত বছর বয়সে হেনরি ডিরোজিও মৃত্যুবরণ করেন?**

**উত্তর :** ২৩ বছর বয়সে হেনরি ডিরোজিও মৃত্যুবরণ করেন।

**প্রশ্ন ১১ ৩৮ ৥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন কোথায়?**

**উত্তর :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে।

### ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন ১১ ১ ৥ ইংরেজরা কেন ফকির-সন্ন্যাসীদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করেন?**

**উত্তর :** নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা ফকির সন্ন্যাসীদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতে থাকে। বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। আঠারো শতকের শেষার্ধ্বে এই আন্দোলনের শুরব। এর আগে নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চান। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীরকাশিম পালিয়ে গেলেও ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

**প্রশ্ন ১১ ২ ৥ ইংরেজরা কেন এই উপমহাদেশে এসেছিল?**

**উত্তর :** ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এই উপমহাদেশে এসেছিল। উপমহাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের শাসক হয়ে উঠে। তবে সবসময় তাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল সজাগ। এই সজাগ ব্যবসায়ী বুদ্ধির কারণেই বাংলার উর্বর ফসলের জমিতে তাদের দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর জমিগুলোতে খাদ্য ফসলের (খাবার ফসল) পরিবর্তে বাণিজ্য ফসল (বাণিজ্যের জন্য যে ফসল) উৎপাদনের আগ্রহী হয়ে উঠে। নীল ছিল তাদের সেই বাণিজ্যিক ফসল।

**প্রশ্ন ১১ ৩ ৥ ডিরোজিও কেন বিখ্যাত?**

**উত্তর :** আদর্শ ডিরোজিওকে তার শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রভাবিত করে রেখেছিল। যে কারণে পরবর্তীকালে তিনি হতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি ছিলেন ‘রেনেসাঁ’ যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ‘ইয়াং বেঙ্গল’ আন্দোলনের প্রবক্তা। বয়সে তরবণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার দূরদৃষ্টি, বাগিতা ও বিশেষত্ববশত তৎকালীন তরবণ সমাজকে ব্যাপক প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

**প্রশ্ন ১১ ৪ ৥ নওয়াব আবদুল লতিফের উপাধি প্রাপ্তির কারণ কী?**

**উত্তর :** আবদুল লতিফ শিবাজীবন শেষ করে প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে কলকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তার কৃতিত্বের জন্য সরকার তাকে প্রথমে ‘খান বাহাদুর’ ও পরে ‘নওয়াব’ উপাধিতে ভূষিত করে।

**প্রশ্ন ১১ ৫ ৥ ইংরেজরা এদেশে নীলচাষে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল কেন?**

**উত্তর :** ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আর ঐ সময়ে নীল ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। বস্তুত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা হয়ে ওঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র।

**প্রশ্ন ১১ ৬ ৥ দুদু মিয়া লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেছিলেন কেন?**

**উত্তর :** জমিদারশ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়াজি প্রজাদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে হাজী শরীয়তুল্লাহ লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দুদু মিয়া জালাউদ্দিন মোলরাকে সেনাপতি নিয়োগ করে এক সুদর্শ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। দুদু মিয়া ফরায়াজিদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লব্ধে তিনি নিজেও লাঠি চালনা শিখালাভ করেন। দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ করারোপ ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

**প্রশ্ন ১১ ৭ ৥ রেনেসাঁসের ভাবধারা প্রসারে ইংরেজ প্রশাসকদের অবদান উল্লেখ কর।**

**উত্তর :** বাংলায় রেনেসাঁসের ভাবধারা প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু সংখ্যক উদারচেতা প্রশাসকেরও অবদান রয়েছে। এরা দেশি ভাষা সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছেন। হেস্টিংস, অ্যালফিনস্টোন, ম্যালকন মনরো, মেটকাফ প্রমুখ ইংরেজ প্রশাসকবৃন্দের অনেকে ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনে উজ্জীবিত করাকে তাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে মনে করতেন। এভাবে বাংলার নবজাগরণে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

**প্রশ্ন ১১ ৮ ৥ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা আধুনিক চিন্তাচেতনার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে কেন?**

**উত্তর :** ইউরোপীয় আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে শিথিল বাঙালিদের মনে নবজাগরণের সূচনা হয়। এই সময়ে বিদ্রোহ



ঘোষিত হয় প্রচলিত ধর্ম, শিবা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের পরিণতিতে উদ্ভব ঘটে নতুন ধর্মমত, নতুন শিবা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। এই নতুনের মধ্যেই বাংলায় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। ফলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে ওঠে আধুনিক চিন্তাচেতনার কেন্দ্রস্থল।

**প্রশ্ন ১৯ ৥ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে কীভাবে নবযুগের সূচনা করেছিলে?**

**উত্তর :** আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দুসমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। কারণ, তিনি প্রতিমা পূজাহীন এক নিরাকার ব্রহ্মার আরাধনার কথা বলেন।